পাক্ষিক

আহ্‌মদী

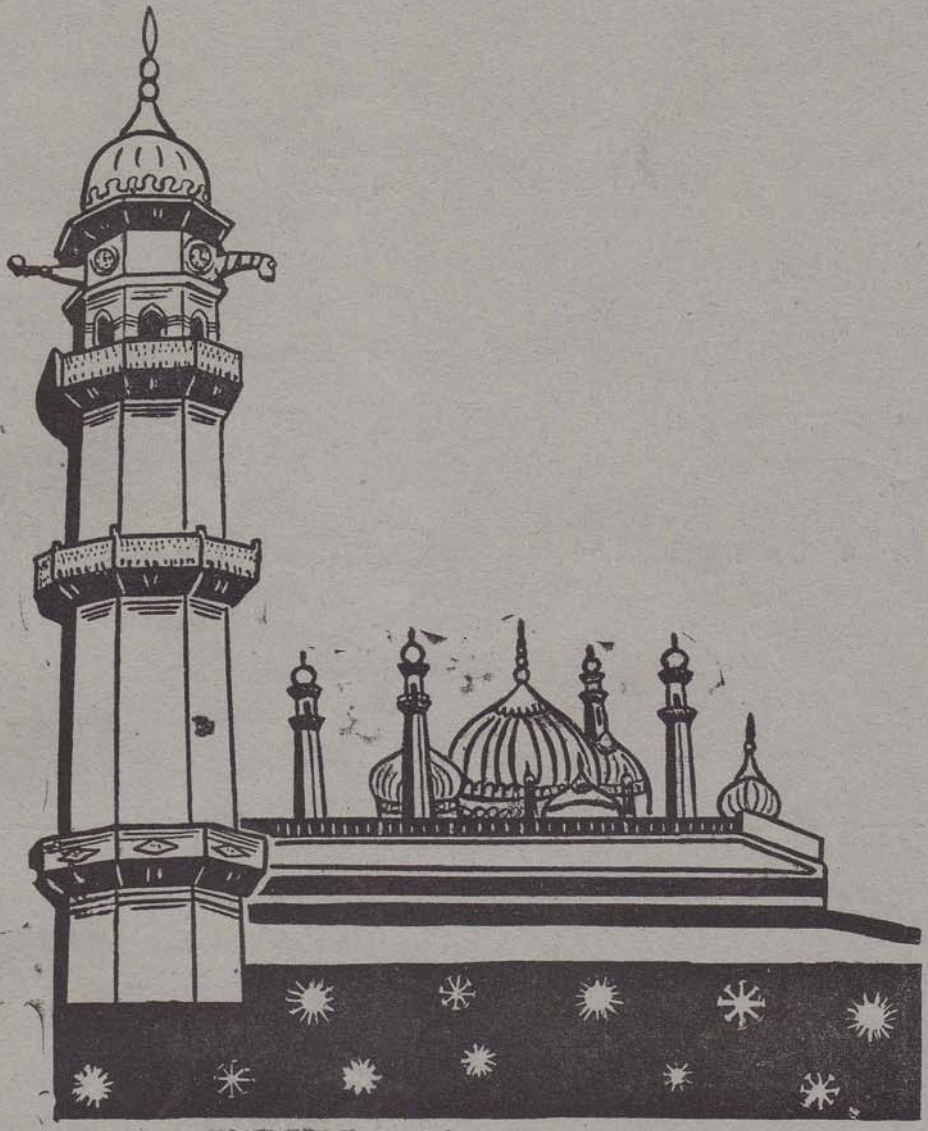

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১৩শ সংখ্যা
১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৮ :

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৩শ সংখ্যা
১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৮ ঃ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৬৯৩
হাদিস	সংকলন	৬৯৫
দোয়ার মর্মগত কথা	হযরত মসীহ মাউদ (আঃ)	৬৯৬
এস্তেগফার ও উহার কল্যাণ	সংকলন	৭০১
হায়াতে তাইয়্যেবা	মৌলবী আবদুল কাদির (রহঃ)	৭০৫
মৌলবী আলী আকবর (রহঃ)	আবু আরেফ মোঃ ইসরাইল	৭০৯
বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় কয়েক দিন	শহীদুর রহমান	৭১৩
সম্পাদকীয়		৭১৭

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ১৫ই নভেম্বর : ১৯৬৮ সন : ১৫ই নবুওত : ১৩৪৭ হিজরী শামসী : ১৩শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সুরা হুদ

৭ম রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১০। এবং নিশ্চয়ই আমার প্রেরিতগণ শুভ সংবাদ নিয়া ইব্‌রাহীমের নিকট আগমন করিয়াছিল। তাহারা বলিল তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। সে বলিল, তোমাদের উপর চিরস্থায়ী শান্তি বর্ষিত হউক। এবং সে ভাজা গোবৎস (তাহাদের সম্মুখে) উপস্থিত করিতে বিলম্ব করে নাই।

৭১॥ অতঃপর যখন সে দেখিল, তাহাদের হাত উহার দিকে অগ্রসর হইতেছে না, তখন সে ভাবিল উহারা কাহারা? তাহাদিগকে অপরিচিত ভাবিল এবং তাহাদের (এই ব্যবহার) হইতে সে ভয় পাইল। তাহারা বলিল, তুমি ভীত হইও না; নিশ্চয় আমরা লূতের জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।

৭২॥ এবং তাহার স্ত্রী তাহার নিকটেই দণ্ডায়মান ছিল, সেও ভীত হইয়াছিল। অনন্তর আমরা তাহাকে ইছহাকের এবং ইছহাকের পরে য়্যাকুবের (জন্মের) সুসংবাদ দিলাম।

৭৩॥ সে বলিল, হায়রে আমার অদৃষ্ট! আমার কি আবার সন্তান হইবে? আমি বৃদ্ধা হইয়াছি এবং এই আমার স্বামীও বৃদ্ধ; নিশ্চয় এইকথা অতিশয় আশ্চর্য্যজনক।

৭৪॥ তাহারা বলিল, তুমি কি আল্লার কথায় আশ্চর্য্য প্রকাশ করিতেছ? হে গৃহবাসী তোমাদের উপর আল্লার দয়া এবং মঙ্গল সমূহ বর্ষিত হইতেছে (সুতরাং তোমাদেরতো আশ্চার্য্যান্বিত হওয়া উচিৎ নয়)। নিশ্চয় তিনি প্রশংসনীয় গৌরবময়।

৭৫॥ যখন ইব্রাহীমের অন্তর হইতে ভয় দূর হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আগমন করিল সে আমাদের সহিত লূতের জাতি সম্বন্ধে বচসা করিতে লাগিল।

৭৬॥ নিশ্চয় ইব্রাহীম অত্যন্ত সহিষ্ণু, সহানুভূতিশীল, আল্লার দিকে বারবার প্রত্যাবর্তনকারী।

৭৭॥ হে ইব্রাহীম! তুমি ইহা হইতে বিরত হও এখন তোমার প্রভুর আদেশ আসিয়া গিয়াছে। তাহাদের অবস্থা এই যে, তাহাদের উপর আগমনকারী শাস্তি ফিরিবার নহে।

৭৮॥ এবং যখন আমার প্রেরিতগণ লূতের নিকট আগমন করিল, সে তাহাদের কারণে ব্যথিত হইল এবং তাহাদের জন্য নিজেকে অসহায় মনে করিল এবং বলিল, আজ বড় কঠিন দিন।

৭৯॥ এবং তাহার জাতি তাহার দিকে (ক্রোধভরে) কম্পিত কলেবরে দৌড়িয়া তাহার নিকট আসিল এবং ইহার পূর্বেও তাহারা (গুরুতর) অন্যায় কার্য্য করিত। সে বলিল, হে আমার জাতি এই আমার কন্যাগণ (যাহারা তোমাদেরই ঘরে বিবাহিত হইয়াছে) তাহারা তোমাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমাকে আমার অতিথিদের সাক্ষাতে লাঞ্ছিত করিও না। তোমাদের মধ্যে একজনও কি বিজ্ঞ লোক নাই।

৮০॥ তাহারা বলিল, তুমি নিশ্চয়ই জান যে তোমার কন্যাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন দাবী নাই এবং তুমি নিশ্চয় জান যে, আমাদের উদ্দেশ্য কি?

৮১॥ সে বলিল, আক্ষেপ যদি তোমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করার আমার ক্ষমতা থাকিত তবে তোমাদিগকে অন্যায় হইতে বিরত রাখিতাম অথবা (ইহাই আমার উপায় যে) আমি এক মহাশক্তিশালী অবলম্বন অর্থাৎ আল্লার আশ্রয় গ্রহণ করিব।

৮২॥ তাহারা (অতিথিগণ) বলিল, হে লূত! নিশ্চয় আমরা তোমার প্রভুর প্রেরিত। তাহারা কখনও তোমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। (কারণ তাহাদের ধ্বংশের সময় আসিয়া গিয়াছে)। অতএব, তুমি রাত্রির কোন এক অংশে তোমার পরিজনসহ (এখান হইতে) দ্রুত প্রস্থান কর এবং তোমাদের কেহ যেন এদিক ওদিক না তাকায় (তাহা হইলে) তোমরা

সকলেই রক্ষা পাইবে তোমার স্ত্রী ব্যতীত। নিশ্চয় যে আযাব তাহাদের উপর আসিয়াছে উহা তাহার উপরও আসিবে। নিশ্চয় তাহাদের নির্দিষ্ট সময় আগামী প্রভাতকাল। প্রভাতকাল কি সন্নিকট নয়।

৮৩ ॥ অনন্তর যখন আমাদের আদেশ আসিল তখন আমরা ঐ শহরকে উল্টাইয়া উপর নীচ করিয়া দিলাম এবং উহার উপর কঙ্কর জাতীয় পাথর উপর্য্যুপরি বর্ষণ করিলাম।

৮৪ ॥ যাহা তোমার প্রভুর নিকট চিহ্নিত ছিল। (হে মুহাম্মদ) এরূপ শাস্তি এই অত্যাচারীদের হইতেও দূরে নহে।

★

॥ হাদীস ॥

[মেশকাত শরীফ হইতে]

রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন—ইসলাম পঞ্চ স্তম্ভের উপর স্থাপিত—"আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই এবং মোহাম্মাদ তাঁহার দাস," এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া, নামাজ কায়েম করা, যাকাৎ দেওয়া, হজ করা ও রমজানে রোজা রাখা। —বোখারী, মোসলেম।

* * *

রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন—যে পর্যন্ত কোনও ব্যক্তির পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানব হইতে আমি অধিকতর প্রিয় না হই সে পর্যন্ত সে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে পারে না। —বোখারী, মোসলেম।

* * *

রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন—যে আল্লাহ্কে প্রভু, ইসলামকে ধর্ম ও মোহাম্মাদকে রসুল গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছে, সে ঈমানের স্বাদ পাইয়াছে। —মোসলেম।

* * *

রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন—ভর্ৎসনা শুনিয়াও অধিকতর সহিষ্ণু আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ নাই। তাহারা (খৃষ্টানরা) তাঁহার সন্তান আছে বলিয়া দোষারোপ করে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন এবং জীবিকা দেন। —বোখারী, মোসলেম।

* * *

রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন—যে, আল্লার জন্য ভালবাসে, আল্লার জন্য ঘৃণা করে, আল্লার জন্য দান করে, এবং আল্লার জন্য দানে বিরত থাকে সে ঈমানকে পূর্ণ করিয়াছে। —আবু দাউদ, তিরমিযী।

* * *

রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন—যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ, কোন বান্দা (পূর্ণ) বিশ্বাসী হইতে পারে না যে পর্যন্ত সে নিজের জন্য যাহা ভালবাসে, তাহার ভ্রাতার জন্য তাহা ভাল না বাসে।

—বোখারী, মোসলেম।

॥ দোয়ার মর্ম্মগত কথা ॥

[হযরত মসিহ মাওউদ (আ:)-এর লিখা হইতে]

অনুবাদক—এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার

দোয়ার প্রতিকৃতি

খোদাতা'লার সৃষ্টির প্রাকৃতিক নিয়ম যাহা আমাদের সম্মুখে আছে—আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, 'তদবীর ও প্রার্থনা' জনিত যে শৃংখল চলিত আছে, ইহার সম্বন্ধ দোয়া বা প্রার্থনার সহিত; অর্থাৎ যখন আমরা চিন্তা দ্বারা কিম্বা অনুসন্ধান করিবার অন্য কোন উপায় অবলম্বন ক্রমে কোন 'তদবীর, চেষ্টা চরিত বা প্রতিকার চাই, অথবা যদি আমাদের চাহিবার মত যথোপযুক্ত জ্ঞান বা যথেষ্ট প্রেরণা না থাকে, তবে, দৃষ্টান্ত স্থলে, 'উপযুক্ত চিন্তার নিমিত্ত,' চিকিৎসা বিষয়ে, কোন ডাক্তার মনোনীত করি। তিনি আমাদের জন্য, তাঁহার চিন্তা দ্বারা, আমাদের রোগারোগ্যের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। তখন তিনি, প্রাকৃতিক নিয়মাধীন, কোন উপায় আবিষ্কার করেন—যাহা কতকটা আমাদের উপকার করে।

সুতরাং, যে উপায় বা পন্থা মানষ-ক্ষেত্রে উদয় হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে সেই সুগভীর 'চিন্তা ও মানসিক অনুসন্ধানের ফল। ইহাকে আমরা, অন্য কথায়, 'দোয়া' বলিতে পারি। কারণ 'চিন্তা কালে,' যখন আমরা কোন 'গুপ্ত বিষয়ের অনুসন্ধানে' অতল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া হস্ত পদ প্রসারণ করিতে থাকি, তখন আমরা, তদবস্থায়, 'অবস্থার রসনা' দ্বারা সেই 'মহা-শক্তির' নিকট আশীষ ভিক্ষা করি, যাঁহার নিকট কিছুই অবিদিত বা গোপণ নহে।

বস্তুতঃ, যখন আমাদের আত্মা কোন বস্তু প্রাপ্ত হওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎসাহ, জ্বালা ও বেদনা সহ 'সর্বাশীষ প্রদায়ক মহাপ্রস্রবনের' দিকে হস্ত প্রসারণ করে এবং আপনাকে নিতান্ত অসহায় প্রাপ্ত হইয়া, চিন্তা দ্বারা, অন্য কুত্রাপী হইতে আলোর অন্বেষণ' করে, তখন 'প্রকৃত পক্ষে' আমাদের সেই অবস্থাও, 'দোয়ার' একটি অবস্থা।

এই দোয়া দ্বারাই জগতে যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিকাশ হইয়াছে। সর্ব জ্ঞান ভাণ্ডারের চাবি দোয়া। কোন জ্ঞান বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ব ইহা ব্যতিরেকে প্রকাশ পায় নাই।

আমাদের চিন্তা, আমাদের ভাবনা এবং গুপ্ত, অবিদিত বিষয়োদ্ধারের জন্য আমাদের অনুধাবন ও মানসিক শক্তির পরিচালনা প্রভৃতি সকলেই দোয়ার অন্তর্গত। প্রভেদ শুধু এই 'আরেফ' বা তত্ব-জ্ঞানীদের 'দোয়া' তত্ব-দর্শনের (বিশেষ ঐশী জ্ঞানের) 'আদব' বা নীতির সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহাদের আত্মা 'সর্বাশীষ দাতা মহাপ্রস্রবন' 'মোবদায়ে ফয়েজ'—চিনিতে পারায় 'প্রত্যক্ষ ভাবে' তাঁহার দিকে হস্ত সম্প্রসারণ করে এবং 'অন্ধকাররাসি' ও 'আবরন যুক্ত' ব্যক্তিবিশেষ বা, 'মহজুবগণের' দোয়া এক প্রকার অস্থিরতা মাত্র। ইহা তাহাদের চিন্তা, ও উপকরনের অনুসন্ধান আকারে প্রকাশ পায়।

খোদা-তালার সহিত যাহাদের বিশেষ জ্ঞানলাভ ('মারফাত') 'যোগ' না থাকে, এবং 'একীন' বা 'প্রকৃত প্রত্যয়' না থাকে, তাহারাও চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা দ্বারা ইহাই চায় যে, অদৃশ্যের অন্তরাল হইতে সাফল্য প্রাপ্তির কোন কথা যেন তাহাদের চিত্তে উপস্থিত হয়। 'আরেফ' বা তত্ত্বদর্শী দোয়াপ্রার্থীও আপন খোদার নিকট ইহাই চায় যে, সফলতা লাভের পথ যেন তাহার নিকট উন্মুক্ত হয়।

'মহজুব' বা 'আবরণযুক্ত' ব্যক্তি—খোদাতা'লার সহিত যাহার যোগ নাই, সে 'মোব্‌দায়ে ফয়েজ' (দান প্রস্রবন) চিনে না। 'আরেফের' ন্যায় তাহার প্রকৃতিও অস্থিরতা ও উদ্বেগ কালে অন্যত্র সাহায্য ভিক্ষা করে, অর্থাৎ সেই সহায়তাজনক জল পানের জন্য সে চিন্তা করে। সে ইহাও জানে না যে, যাহা কিছু চিন্তার পর হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তাহাও খোদা-তা'লারই নিকট হইতে আসে। খোদা-তা'লা চিন্তা-ভাবনা মগ্ন ব্যক্তির 'ভাবনাকে' দোয়া সাব্যস্তক্রমে, দোয়া কবুল করা স্বরূপ, সেই জ্ঞান চিন্তা নিমগ্ন ব্যক্তির হৃদয়ে উদ্রেক করেন।

বস্তুতঃ. যে জ্ঞান-বিজ্ঞান বা সূক্ষ্মতত্ব চিন্তার ফলে হৃদয়ে অভ্যুদয় হয়, তাহাও খোদা হইতেই আসে। চিন্তানিমগ্ন ব্যক্তি তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও খোদাতা'লা জানেন যে, সে তাঁহারই নিকট চাহিতেছে। সুতরাং, পরিণামে খোদা কর্তৃক তাহার সেই কামনা পূর্ণ হয়।

আমি বলিয়াছি, জ্যোতিঃ ভিক্ষার এই উপায় প্রত্যক্ষ, দিব্য-জ্ঞান 'প্রকৃত পথ-প্রদর্শক' ('হাদী-মোতলক') সম্বন্ধীয় পরিচয় লাভের সহিত সম্মিলিত হইলে—ইহা 'আরেফ' বা তত্ত্ব-দর্শীর দোয়ায় পরিণত হয় যদি কেবলমাত্র চিন্তা-ভাবনা দ্বারা এই জ্যোতিঃ অজ্ঞাত উৎস' হইতে যাচ্ঞা করা যায় এবং 'প্রকৃত জ্যোতিঃ—দাতার' অস্তিত্বের প্রতি পূর্ণ 'নজর' না থাকে, তবে তাহা আবরণাচ্ছাদিত 'মহ্‌জোব' জনোচিত দোয়া বটে।'

দোয়া ও তদবীর

এখন এই গবেষণা দ্বারা ইহাই নির্ণিত হয় যে, 'তদবীর' উৎপন্ন হওয়ার 'প্রথমাবস্থা' দোয়া। প্রাকৃতিক বিধান ইহাকে প্রত্যেক মানবের জন্য একটি অপরিহার্য প্রয়োজন স্বরূপ নির্ধারণ করিতেছে। যাহারা কোন অভিষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে চায়, স্বভাবতঃ তাহাদের প্রত্যেকেরই বাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য এই সেতু-পথ অতিক্রম করিতে হয়। তথাপি, যদি কেহ এরূপ মনে করে যে, 'দোয়া এবং তদবীরের' মধ্যে কোন অনৈক্য আছে, তবে ইহা লজ্জার কথা। দোয়া করিবার উদ্দেশ্য, যেন সেই 'অদৃশজ্ঞ' 'আলেমুল-গায়েব'—যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম তদবীরগুলি' অবগত—তিনি কোন উত্তম 'তদবীর' হৃদয়ে উদ্রেক করেন, কিম্বা 'স্রষ্টা ও সর্ব্ব-শক্তিমান' 'খালেক ও কাদের' হওয়া বশতঃ কোন তদবীর আপনা হইতে উৎপন্ন করেন। ইহাতে 'দোয়া ও তদবীরের' মধ্যে বৈষম্য কোথায়?

এতদ্ব্যতীত, তদবীর ও দোয়ার 'পরস্পর সম্বন্ধ' প্রাকৃতিক নিয়মের সাক্ষ্য দ্বারা নির্ণিত হওয়ার ন্যায় প্রকৃতির বক্ষ হইতেও ইহাই নির্ণিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যায়, মানব প্রকৃতি কোন বিপদ কালে তদবীর ও প্রতিকারের জন্য ব্যগ্রত হওয়ার ন্যায় স্বাভাবিক আগ্রহ ও উৎসাহ' দ্বারা প্রনোদিত হইয়া 'দোয়া, সাদ্‌কা ও খায়রাতের' (প্রার্থনা ও দান দক্ষিণার) প্রতি আকৃষ্ট হয়। যদি জগতের সর্ববিধ জাতির প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে জানা যায় যে, এখন পর্য্যন্ত কোন 'জাতির বিবেক' এই

'অবিসম্বাদিত ব্যবস্থার' বিরোধী হয় নাই।

সুতরাং, ইহাই এ কথার একটি 'আধ্যাত্মিক প্রমাণ' যে, মানবের 'আভ্যন্তরীন শাস্ত্রও' আবহমানকাল হইতে ইহাই অভিমত প্রকাশ করে যে, 'উপকরণ ও তদবীর' হইতে দোয়াকে পৃথক করিবে না এবং দোয়া দ্বারা তদবীর অনুসন্ধান করিবে।

বস্তুতঃ, 'দোয়া ও তদবীর' মানব প্রকৃতির দুইটি 'স্বাভাবিক চাহিদা। আবাহমান কাল হইতে—মানবের সৃষ্টির সময় হইতে ইহারা দুইটি 'সহোদর স্বরূপ' মানব প্রকৃতির সেবা করিতেছে। 'তদবীর' দোয়ার অপরিহার্য্য ফল। 'দোয়া' তদবীরের প্রেরণা দান করে এবং তাহা আকর্ষণ করে। মানবের কল্যাণ শুধু ইহাতেই আছে যে, সে তদবীর করিবার পূর্বেই দোয়া দ্বারা সর্বসিদ্ধি-দাতা, সর্বাশীষের প্রস্রবন— 'মোবদায়ে-ফয়েজ'—হইতে সাহায্য চাহিবে, যেন সেই 'অনন্ত প্রস্রবন' হইতে জ্যোতিঃ-প্রাপ্ত হইয়া 'উত্তম তদবীর' লাভ করে।

শুধু তদবীর করিবার কুফল

প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি 'একীনের' বুভুক্ষু ও 'একীনের' পিপাসু—তাঁহার স্মরণ রাখা কর্তব্য, মানব জীবনে আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ ভিক্ষা করিবার একমাত্র অবলম্বন দোয়া। ইহা খোদাতা'লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 'একীন' (নিশ্চিত প্রত্যয়) উৎপন্ন করে এবং সর্বপ্রকার সন্দেহ দূরিভূত করে।

কারণ যে সমস্ত উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খা 'দোয়া ব্যতীত' কেহ লাভ করে সে জানে না যে, কিরূপে ও কোথা হইতে সে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে; বরং কেবলমাত্র 'তদবীরের' প্রতি যাহারা জোর দেয় এবং দোয়া হইতে 'গাফিল' থাকে, তাহারা ইহা ভাবিতে পারে না যে, নিশ্চিতই এবং সত্যই খোদাতা'লার হস্ত তাহাদের উদ্দেশ্যগুলি তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছে।

এই নিমিত্ত, যে ব্যক্তি দোয়া দ্বারা খোদাতা'লার নিকট হইতে 'এলহাম' প্রাপ্ত হইয়া কোন কৃতকার্য্যতার সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়, সে সেই কার্য্যোদ্ধারের পর খোদাতা'লার 'মারফত ও মহব্বত' (প্রেম ও বিশেষ পরিচয়) ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করে, এবং দোয়ার এই কবুল হওয়া ব্যাপার আপনার জন্য একটি মহান নিদর্শন স্বরূপ দেখিতে পায়? এইরূপে, ক্রমেই 'একীন' দ্বারা চিত্ত পূর্ণ হইয়া প্রবৃত্তির তাড়না ও সর্ব-প্রকার 'গোনাহ' হইতে সে এরূপভাবে বিচ্ছিন্ন হয়, যেন শুধু তাহার আত্মাই অবশিষ্ট থাকে।

কিন্তু যে ব্যক্তি দোয়া দ্বারা খোদাতা'লার 'রহমত পূর্ণ' নিদর্শন সমূহ দেখিতে পায় না' সে সমগ্র জীবনের বিবিধ কৃতকার্য্যতা ও ধন সম্পদ লাভ করিয়াও প্রকৃত সুখ সম্পদের একমাত্র উপকরণ "হককুল্-একীন" বা 'নিশ্চিত জ্ঞান' প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত থাকে। তাহার চিত্তে সেই সমস্ত সাফল্য কোন সাধু প্রতিক্রিয়া করে না; বরং সে যতই ধন ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়, ততই অহঙ্কারে স্ফীত হয়। খোদাতা'লার প্রতি তাহার কোন ইমান থাকিলেও তাহা এমন 'মৃত ইমান' যে, ইহা তাহাকে প্রবৃত্তির প্রতারণা ও তাড়না হইতে রক্ষা করিতে পারে না এবং তাহাকে প্রকৃত পবিত্রতার অধিকারী করে না।

দোয়ার উপকারিতা

দোয়া সেই অবস্থায়ই 'দোয়া' বলিয়া অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত হয়, যখন 'প্রকৃতপক্ষে' ইহাতে একটি 'আকর্ষনী শক্তি' থাকে এবং বাস্তবিকই দোয়া করিবার পর আসমান হইতে 'এক প্রকার জ্যোতিঃ'

('নূর') অবতীর্ণ হয়, যাহা আমাদের আশঙ্কা ও 'উদ্বেগ' দূরিভূত করে এবং আমাদিগকে 'চিত্ত প্রসন্নতা' (এনশরাহে-সদর') দেয় এবং শান্তি প্রদান করে। অবশ্যই সর্বজ্ঞ ও সর্ব-নিয়ন্তা 'হাকীম মতলক' খোদা আমাদের দোয়ার পর দুই প্রকারে সাহায্য অবতীর্ণ করিয়া থাকেন। (১) প্রথমতঃ, সেই বিপদ দূরিভূত করেন, যাহার চাপে আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকি। (২) দ্বিতীয়, বিপদ সহ্য করিবার জন্য আমাদিগকে অলৌকিক শক্তি প্রদান করেন; বরং তাহাতে সুস্বাদ ও আনন্দ দেন এবং 'এন্‌শরাহে-সদর' করেন অর্থাৎ চিত্তের সর্বদ্বার তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের জন্য উদ্ঘাটিত করেন।

সুতরাং, এই প্রণালী দ্বারা নির্ণিত হয় যে, দোয়া দ্বারা নিশ্চয়ই 'ঐশী সাহায্য' অবতীর্ণ হয়। দোয়ার একটি মাহাত্য এই যে, একজন সাধু প্রকৃতি সম্পন্ন, 'সয়ীদ' বান্দা এবং তাহার 'রাব্বের' মধ্যে ইহা এক প্রকার 'রূপক সম্বন্ধ' অর্থাৎ প্রথমতঃ খোদাতা'লার 'রহমানিয়াত' (যাচ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া যথোপযুক্ত উপকরণ সরবরাহকরণ বাচক গুণ) আপনার দিকে আকর্ষণ করে। তারপর, বান্দার 'সেদেক' সত্য-নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার আকর্ষণ দ্বারা খোদাতা'লা তাহার নিকটবর্ত্তী হন। দোয়াবস্থায় এই সম্বন্ধ একটি বিশেষ শিখরে আরোহণ পূর্বক স্বীয় আশ্চর্য্য গুণ ও ক্রিয়া প্রকাশ করে।

সুতরাং যখন বান্দা কোন কঠিন বিপদাবদ্ধ হইয়া খোদাতা'লার দিকে 'কামেল (পূর্ণ) একীন' 'কামেল আশা' 'কামেল আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা' এবং 'কামেল সাহসিকতার' সহিত ধাবিত হয়, এবং অত্যন্ত জাগ্রত হইয়া 'গাফ্‌লতের আবরণ সমূহ' ভেদ পূর্বক 'ফানা' বা 'লীন' হওয়া 'জনক' মাঠে যতখানি সম্ভব অগ্রসর হয়, তখন সম্মুখে সে কি দেখিতে পায়? তখন সে খোদাতা'লার দরবার দেখিতে পায়—অর্থাৎ তাঁহার সহিত 'শরীক' বা অংশী কেহ নাই।

তখন তাহার আত্মা সেই দরবারে মস্তক স্থাপন করে এবং তাহার মধ্যে যে 'আকর্ষনী শক্তি' আছে, তাহা খোদাতা'লার দান-সমূহ আপনার দিকে আকর্ষণ করে। তখন মহামহিমান্বিত, 'আল্লাহ-জল্লা-শানুহু' সেই কার্য্য-সম্পাদনের প্রতি লক্ষ্য করেন এবং সেই দোয়ার ক্রিয়া তৎসমুদয় মৌলিক উপাদানে নিপতিত হয়—যাহা হইতে এইরূপ উপকরণ উৎপন্ন হয় ও যাহা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন।

দৃষ্টান্তস্থলে, যদি বৃষ্টির জন্য দোয়া করা হয়, তবে দোয়া কবুল হওয়ার পর বৃষ্টির জন্য আবশ্যকীয় প্রাকৃতিক উপাদান সেই দোয়ার ফলে উৎপাদিত হয়। যদি দুর্ভিক্ষের জন্য 'বদ' দোয়া করা হয়, তবে সর্ব-শক্তিমান, 'কাদের মোতলক' খোদা-বিরুদ্ধ উপকরণ উৎপন্ন করেন।

এ নিমিত্তই এ কথা 'কাশফ্ প্রাপ্ত' কামেল পুরুষগণ মহৎ মহৎ অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, 'কামেল পুরুষের' দোয়ায় এক প্রকার সৃষ্টি ('তক্‌ভিন') উৎপন্ন হয়! আল্লাহ্‌তা'লার আদেশে সেই দোয়া স্বর্গে, পাতালে ক্রিয়া সঞ্চার করে এবং মৌলিক পদার্থ-সমূহ, স্বর্গীয় দেহ-সমূহ ও মানবান্তঃকরণ সমূহকে সেইদিকে সঞ্চালিত করে যাহা ঈপ্সিত বিষয়ের সাপেক্ষ!

কোন কোন দোয়া ব্যর্থ হওয়ার কারণ

দোয়ার ক্রিয়া ('তাসির') অগ্নি অপেক্ষা তেজস্কর; বরং প্রাকৃতিক উপকরণ সমূহের মধ্যে দোয়ার ন্যায় কিছুরই এরূপ মহাপ্রবল ক্রিয়াশক্তি নাই।

যদি এই সন্দেহ করা হয় যে, কোন কোন দোয়া ব্যর্থ হয় (বা বৃথা যায়) এবং তাহাদের কোন ক্রিয়া

বুঝা যায় না, তবে আমি বলিতেছি যে, ঔষধগুলিরও একই অবস্থা। ঔষধ মৃত্যুরদ্বার বন্ধ করিয়াছে কি? অথবা ফল-প্রদ না হওয়া কি সম্ভবপর নহে? ইহা সত্য, প্রত্যেক ব্যাপারেই 'তকদির' (ঐশ্বরিক বিধান) ব্যপ্ত হইতেছে। কিন্তু 'তকদির' জ্ঞান-বিজ্ঞান সমূহের বিনাশ সাধন বা লাঞ্ছনা করে নাই। কিম্বা উপকরনাদি ও নৈমিত্তিক কারণা-কারণ সমূহকে অবিশ্বাস করিয়া প্রদর্শন করে নাই বরং যদি চিন্তা করিয়া দেখ, তবে দেখিতে পাইবে যে, 'দৈহিক' (জড়) কি 'আত্মিক' উপকরণ বা নৈমিত্তিক কারণাকারণও 'তকদিরের' (ঐশ্বরিক বিধান বা নিয়তির) বহির্ভূত নহে।

দৃষ্টান্তস্থলে, যদি রোগীর 'তকদির' ভাল হয়, তবে চিকিৎসার উপকরণগুলি পূর্ণরূপে লব্ধ হয় এবং শারীরিক অবস্থাও এরূপ থাকে যে, ইহা তদ্বারা উপকৃত হওয়ার উপযোগী থাকে। তখন ঔষধ নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় ক্রিয়া করে। দোয়ারও ইহাই নিয়ম; অর্থাৎ, দোয়ার জন্যও কবুল হওয়ার যাবতীয় উপকরণ ও সর্ত্ত তদস্থলে একত্রিত হয়, যেখানে 'ঐশ্বরিক ইচ্ছা' ('এরাদা-এলাহী') তাহা করিবার অনুকূল। খোদাতা'লা জড় ও আধ্যাত্মিক বিশ্ব-ব্যবস্থা একইরূপ নিমিত্ত-কারণের বশবর্ত্তী করিয়াছেন।

দোয়া 'ফরজ' কেন

একথাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, খোদাতা'লার পবিত্র কালাম যে দোয়া মোসলমানের জন্য 'ফরজ' (অবশ্য কর্তব্য) নির্দ্ধারণ করিয়াছে, তাহা 'ফরজ' হওয়ার চারিটি কারণ আছে:—

(১) প্রথমতঃ যেন সর্বসময় সর্বাবস্থায় খোদাতা'লার প্রতি প্রত্যাবর্তন (রুজু) করিয়া তৌহীদের বিষয়ে দৃঢ়ভূত হওয়া যায়। কেননা, 'খোদার নিকট চাওয়া' ইহা স্বীকার করার নামান্তর যে, খোদাই মাত্র সর্ব-সিদ্ধিদাতা।

(২) দ্বিতীয়, যেন দোয়া কবুল হওয়ায় এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়ায় ইমান বলবান হয়।

(৩) তৃতীয়, যদি অন্য কোন কাজে আল্লাহ্‌তা'লার দান (এনায়েত) প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে যেন জ্ঞান-বিজ্ঞান, এল্‌ম ও হেকমত বৃদ্ধি লাভ করে।

(৪) চতুর্থ, যদি দোয়া কবুল হওয়া বিষয় 'এল্‌হাম ও স্বপ্ন' দ্বারা অঙ্গিকৃত হয় এবং সেইভাবে তাহা প্রকাশিত হয়, তবে ইহাতে 'মারফত এলাহী' (আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ পরিচয় লাভে) উন্নতি হয়; এবং 'মারফত' হইতে 'একীন' (নিশ্চিতজ্ঞান ও প্রত্যয়) এবং 'একীন' হইতে 'মহব্বত' (প্রেম) উৎপন্ন হয়। 'মহব্বত' বা ঐশী-প্রেম দ্বারা সর্ব-প্রকার 'গোনাহ্' এবং 'আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য সকল ('গয়রুল্লাহ্') হইতে বিচ্ছিন্নতা লাভ হয়। ইহাই প্রকৃত নাজাতের ফল।

যদি কাহারো কামনাগুলি আপনা আপনি পূর্ণ হয় এবং খোদাতা'লা হইতে 'দূরত্ব ও আবরনাচ্ছন্নাবস্থা' থাকে, তবে এরূপ সমুদয় সফলতাই পরিণামে আক্ষেপের কারণ হয় এবং যে সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়ায় সে গর্ব্বস্ফীত হয়, তাহা পরিণামে দুঃখ ও হায় হুতাসে পরিণত হয়। দুনিয়ার সকল সুখ সম্ভোগ ও বিলাসিতা পরিশেষে দুঃখে পরিবর্তিত হইবে এবং সর্ববিধ সুখ দুঃখ ও ব্যথা স্বরূপ দেখা দিবে। কিন্তু সেই অন্তর্দৃষ্টি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ('বসিরত') এবং বিশেষ ঐশী-পরিচয় বা তত্ত্ব-জ্ঞান ('মারফাত'), যাহা মানুষ দোয়া দ্বারা লাভ করে, এবং সেই 'নেয়ামৎ' (সম্পদ) যাহা দোয়া কালে 'আসমানী ভাণ্ডার' হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কখনো হ্রাস পাইবে না;— তাহা কখনো লয় পাইবে না; বরং প্রত্যহ 'মারফত ও মহব্বত এলাহী' (বিশেষ ঐশীজ্ঞান ও ঐশীপ্রেম) উন্নতি করিতে থাকিবে এবং দোয়ারূপ শোভা দ্বারা উচ্চতম স্বর্গ, ফেরদাওস্-আলায় আরোহণ করিতে থাকিবে। *

---

* রচনাটি অনুবাদক ১৯৩৭ ইসাব্দের ২২শে জুন অনুদিত করেন, কিন্তু অপ্রকাশিত থাকে। উহা অভাবিত ভাবে আমার হস্তগত হইলে প্রকাশের ব্যবস্থা করিলাম। —আবু আরেফ

॥ এস্তেগফার ও উহার কল্যাণ ॥

[দৈনিক আল-ফজল ১৪ই ওয়াফা ১৩৪৭ হিঃ সাঃ]

এস্তেগফার [ক্ষমা প্রার্থনা] অপেক্ষা অধিক কার্যকরী কোন তাবিজ বা মন্ত্র এবং কোন প্রকার সতর্কতা বা ঔষধ নাই

পবিত্র কোরান পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সমস্ত নবীগণই নিজ নিজ জাতিকে এস্তেগফারের নির্দেশ দিয়াছেন, কারণ ইহার বহুবিধ উপকারিতা ও কল্যাণ আছে।

হযরত মসিহ মাওউদ আলায়হিসসালাম বলিয়াছেন : "আমার নিকটে এস্তেগফার অপেক্ষা অধিক কার্যকরী কোন রক্ষাকবচ এবং কোন সতর্কতা বা ঔষধ নাই।" (মলফুজাত ২য় খণ্ড পৃঃ ২১৫)

এস্তেগফারকারী জাতি এবং ব্যক্তি খোদার আযাব ও বিপদ হইতে নিরাপদ থাকে। যেমন হযরত আকদাস (আঃ) পবিত্র কুরআন হইতে বলিয়াছেন ঃ

ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون

"এস্তেগফার এলাহি আযাব এবং কঠিন বিপদে ঢালের কাজ করে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন।"

সুতরাং যদি আল্লাহর আযাব হইতে তুমি নিরাপদ থাকিতে চাও তবে অধিকতর রূপে এস্তেগফার পড়িতে থাক।" (মলফুজাত ১ম খণ্ড ২০৭ পৃঃ)

হযরত হুদ (আঃ) নিজ জাতিকে বলিয়াছেন—

يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم (هود ع ٥)

অর্থাৎ "হে আমার জাতি তোমরা নিজ প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাহাতে তিনি মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া দুর্ভিক্ষ দূর করিবেন এবং পুনঃ পুনঃ শক্তি দান করিবেন।"

এই কারণেই হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন—

(ক) "তৌবা ও এস্তেগফার করিতে থাক। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এস্তেগফার করে তাহার রেজেকে স্বচ্ছলতা দান করেন।" (মলফুজাত ২য় খণ্ড ২১৫ পৃঃ)

(খ) এক ব্যক্তি "ঋণমুক্তির" জন্য হুজুর (সাঃ)-এর খেদমতে দোয়ার আবেদন করিলে তিনি বলিলেন এস্তেগফার অধিক সংখ্যায় পাঠ করিবে। (মলফুজাত ২য় খণ্ড ২১৫ পৃঃ)

হযরত নুহ (আঃ) এস্তেগফারের একাধিক উপকারিতা এইভাবে এক সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন :

استغفروا ربكم انه كان غفارا ٥ يرسل السماء عليكم مدرارا و يمددكم باموال و بنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا (نوح ع ١)

অর্থাৎ "তোমরা খোদার নিকট নিজেদের পাপ সমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং শাস্তি হইতে অব্যাহতি দান করিবেন এবং তোমাদের

উপর মুষলধারায় বৃষ্টিপাত করিবেন এবং দুর্ভিক্ষ দূর করিবেন। তোমাদের জীবিকায় স্বচ্ছলতা দান করিবেন। তোমাদিগকে পুত্র সন্তান দান করিবেন, তোমাদের জন্য বাগান উৎপন্ন করিবেন এবং নদী প্রবাহিত করিবেন।

(ক) সৈয়েদেনা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি নিবেদন করিল যে, হুজুর আমার জন্য দোয়া করিবেন যেন আমার সন্তান হয়। তিনি বলিলেন, অধিকতরভাবে এস্তেগফার পাঠ করিবে, ইহাতে গোনাহ মাফ হয় এবং আল্লাহ্‌তায়ালা সন্তানও দান করিয়া থাকেন। (মালফুজাত ২য় খণ্ড, ২০৯ পৃঃ)

(খ) জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি হযরত ইমাম রাবী বিন সরীহ (রাঃ)-এর নিকট পর পর চারি ব্যক্তি দোয়ার জন্য উপস্থিত হইল। প্রথমজন গোনাহ হইতে মুক্তি লাভের জন্য দোয়ার আবেদন করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজ এলাকায় বৃষ্টি না হওয়াতে দুর্ভিক্ষ আশঙ্কায় দোয়া করিতে বলিল। তৃতীয় ব্যক্তি আর্থিক কষ্ট এবং দেনা হইতে মুক্তি লাভের জন্য দোয়া করিতে বলিল। চতুর্থ ব্যক্তি বলিল যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে সমস্ত প্রকারের নিয়ামত, ধন-রত্ন, দালান বাড়ী টাকা পয়সা সচ্চরিত্রা সুন্দরী স্ত্রীও দিয়াছেন কিন্তু সন্তানরূপ নিয়ামত হইতে আমি বঞ্চিত, আপনি আমার জন্য দোয়া করিবেন।

হযরত ইমাম রাবীবিন সরীহ প্রত্যেককে অধিকতর-রূপে এস্তেগফার পাঠ করিতে বলিলেন এবং কোন ব্যক্তি যখন বলিল যে, আপনি চারি ব্যক্তিকে একই ঔষধ বলিলেন। উত্তরে তিনি পবিত্র কোরআনের সুরা নূহের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ হইতে এস্তেগফারের এই সকল উপকারিতা সম্বন্ধে বলিলেন।

فقلت استغفروا ربكم - انه كان غفارا ٥ يرسل السماء عليكم مدرارا ٥ ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ٥

নিজ গোনাহর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী অধিক সংখ্যায় এস্তেগফার পাঠকারী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শাফায়াত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়া থাকে। (সুরা নেসা ৯ রুকুতে)।

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما

অর্থাৎ "যাহারা নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে তাহারা যদি হুজুর (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া স্বয়ং খোদার সমীপে এস্তেগফার পাঠ করে এবং খোদার রসুলও তাহাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করেন, তবে তাহারা প্রত্যক্ষ করিবে, খোদা কেমন রহমতের সহিত তাহাদের প্রতি মনযোগী হন।

এস্তেগফার উচ্চ মর্যাদা ও ক্রমোন্নতিরও হেতু। যেমন জান্নাতবাসীদের দোয়া দ্বারা প্রকাশ পায়।

ربنا اتمم لنا نورنا واغفرلنا (تحريم ع ١)

অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক প্রভু আমার জ্যোতিকে আমার উপকারের জন্য পরিপূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাকে ক্ষমা কর।" এখানে উচ্চমর্যাদা ও ক্রমোন্নতি বুঝাইতেছে যে, অধিক এস্তেগফার পাঠ করিলে ইহাও লাভ হয়। বিরোধী এবং শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ যে সমস্ত গোনাহ এবং অপরাধের কথা প্রচার করিয়া দুর্নাম করিবার চেষ্টায় থাকে এস্তেগফার পাঠ করিবার ফলে ঐ সকলের প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম হইতে নিরাপদে থাকা যায়।

এই কারণেই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি নির্দেশ হইয়াছিল।

واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات (محمد ع ٢)

অর্থাৎ "তোমার প্রতি অন্যায়ভাবে যে গোনাহ ও অপরাধের কথা লোকে প্রচার করিয়া রাখিয়াছে কিম্বা অপর মোমেন পুরুষ ও মোমেন মহিলাদের দুর্নামের জন্য প্রচার করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কুফল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট ঐ সকলের জন্য দোয়া করিতে থাক।"

সৈয়েদানা হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)ও ذنبك দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে,

(১) ঐ সমস্ত পাপ যাহা তোমার প্রতি আরোপ করা হইয়া থাকে (আরবায়ীন ৪নং ১৮ পৃঃ)

(২) যে ذنب তোমার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাহার কোন সত্যতা ذنب নাই (বরাহীন আহমদীয়া ৫ম খণ্ড ৭৫পৃঃ)।

(৫) আল্লাহ্র ইহাই বিধান যে, তিনি সহস্র সহস্র সমালোচনার একটি মাত্র জওয়াব দিয়া থাকেন অর্থাৎ সমর্থন সূচক নিদর্শন দ্বারা, তাঁহার সহচর হওয়া প্রমাণ করিয়া থাকেন।

(আরবায়ীন ৪৮নং ১ পৃঃ).

(৪) ইহা আল্লাহ্র বিধান যে, পরিণামে সমস্ত বিবাদের বিষয়কে তিনি নিজ হাতে গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং এমন কোন মহান নিদর্শন প্রকাশ করেন, যাহার দ্বারা নবীর মুক্তি বা নির্দোষিতা প্রকাশ পায়, সুতরাং ليغفر لك الله বাক্যের ইহাই অর্থ।

(হকিকাতুল ওহি, ৯৪ পৃঃ হাশিয়া)

এই অবস্থাদৃষ্টে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে ভুল ব্যাখ্যা এবং সমালোচনারও ইহা একটি প্রতিষেধক যে, আমরা আল্লাহ্তায়ালার নিকট অতিরিক্তভাবে এস্তেগফার পাঠ করি এবং আল্লাহ্র সমর্থিত নিদর্শনমালা অবলোকন করি।

আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমা প্রাপ্তির ইহাও একটি উপায় যে, আমরা নিজ ভাইদের অপরাধ সর্বদা ক্ষমা করি এবং তাহাদের সঙ্গে প্রেম ও শান্তির সহিত ব্যবহার করি যাহাতে আমাদের স্বর্গীয় খোদা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং আমাদের অপরাধ সমূহকে ক্ষমা করেন। তাই হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) কিস্তিয়ে নুহ পুস্তকে আমাদিগকে হেদায়েত করিয়াছেন।

(১) তোমরা পরস্পরের মধ্যে অতি শীঘ্র শান্তি স্থাপন কর। নিজ ভাইদের অপরাধ ক্ষমা কর.....তোমরা যদি আশা কর যে, স্বর্গে খোদা তোমাদের প্রতি রাজি থাকুন তবে তোমরা নিজেদের মধ্যে এমন ভাবে একতাবদ্ধ হইয়া যাও যেমন এক মায়ের পেটের দুই ভাই। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মহান যে নিজ ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করিয়া থাকে এবং হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে একগুঁয়েমী করে এবং অপরাধ ক্ষমা করে না। সুতরাং তাহার কোন প্রাপ্য আমার নিকট নাই।

(কিস্তিয়ে নুহ ১২ পৃঃ)

(২) যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে না যে সে অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করে, সে হিংষাপরায়ণ এবং সে আমার জামাতের নহে। (কিস্তিয়ে নুহ ১৭ পৃঃ)।

সুতরাং এস্তেগফার দ্বারা সঠিক উপকার তখনই লাভ হইতে পারে যখন আমাদের মধ্যে প্রত্যেক আহমদী নিজ অপরাধির অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয়। নতুবা ঐশী ক্ষমা লাভের আশা করাও ফাঁকা কল্পনা মাত্র।

এই কারণেই মুমীনদিগকে এই দোওয়া শিখান হইয়াছে :

رب اغفرلی و لو الدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সুন্নত দৃষ্টে আমরা জানিতে পারি যে,—তিনি নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও এক এক মজলিসে ৭০—৭০ বারের অধিকবার এস্তেগফার পাঠ করিতেন। সুতরাং আমাদিগকে নিজ ইমাম নাসারাল্লাহ তায়ালার হেদায়েত পালনে অধিকতররূপে এস্তেগফার পাঠ করিবার অভ্যাস করিতে হইবে এবং ২৫ বৎসরের অধিক বয়স্কদের জন্য দৈনিক ১০০ বার এবং ১৫ হইতে ২৫ বৎসর মধ্যবর্তীদের জন্য দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার। ১৫ হইতে ৭ বৎসরের মধ্যবর্তীদের জন্য দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার এবং ৭ বৎসরের কম বয়স্কদের জন্য কমপক্ষে দৈনিক ৩ বার করিয়া এস্তেগফার করিতে হইবে।

আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ মতে মোমেনদিগকে এলাহি স্মরণে মগ্ন থাকা উচিৎ এবং ইহা অপেক্ষাও অধিক কর্তব্য হইতেছে তাহাজ্জুদ ও সেহরীর সময় এস্তেগফার পাঠ করা। দোওয়া কবুলের জন্য ইহা বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ণ। যেমন খোদা তায়ালা বলিতেছেন,

و بالاسحار هم یستغفرون (ذاریات ع ۲)

অর্থাৎ—মুমিন পুরুষ ও মহিলা সেহরীর সময় খোদার নিকট এস্তেগফার পাঠ করিয়া থাকে। অর্থাৎ

(১) নিজ গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

(২) নিজ ভুলের জন্য লজ্জিত দুঃখিত হইয়া তৌবা করে যে, আর এমন করিব না।

(৩) পূর্ব পাপ সমূহের কুফল হইতে রক্ষা পাইবার আবেদন করে।

(৪) ভবিষ্যৎ গোনাহ হইতে মুক্ত থাকিবার ও সৎ কাজ করিবার যোগ্যতা লাভের জন্য দোওয়া করে।

(৫) নিজ উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য দোয়া করে।

(৬) শত্রুদের স্পষ্ট সমালোচনা হইতে রক্ষা পাইবার এবং উহার কুফল হইতে নিরাপত্তার জন্য দোয়া করে।

(৭) নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে যাহাতে খোদাও তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করেন।

(৮) অপরের অপরাধ ক্ষমার জন্যও দোয়া করে।

(৯) ইসলামের উন্নতি ও প্রচারের জন্য দোয়া করে।

(১০) যাহাতে খোদাতায়ালা নিজ নিদর্শণ দ্বারা আমাদের ইমানকে বৃদ্ধি করেন এবং অপর লোকদিগকে হেদায়েত দান করেন। আমীন ; সুম্মা আমীন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এস্তেগফারের কল্যাণ দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত করুন।

অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবউদ্দিন আহমদ

॥ হায়াতে তাইয়্যেবা ॥

[হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবনী]

মৌলবী আবদুল কাদির

অনুবাদক—এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার

পীর সাহেবের কেতাব চুরি ঃ

হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে তো পীর সাহেব দুই শত পৃষ্ঠার কেতাব হইতে দুই চারিটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া চুরির অভিযোগ আনয়ন করেন। ইহার যথেষ্ট ও যথোচিত উত্তর হযরত আকদস দিয়াছেন। কিন্তু পীর সাহেব সম্বন্ধে ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তিনি একটি সমগ্র কেতাব চুরি করিয়া নিজ নামে প্রকাশ করেন। বিষয়টি খুলিয়া বলা আবশ্যক। হযরত আকদাস 'নযুলুল্-মসিহ্' কেতাবে পীর সাহেবের কেতাব 'সায়ফে-চিশতিয়ায়ী'র প্রতিবাদ লিখায় ব্যাপৃত ছিলেন। ইতিমধ্যে, হঠাৎ ২৬শে জুলাই, ১৯০২ সন ঝিলাম জেলার অন্তঃপাতী ভীন গ্রাম হইতে জনৈক মিঞা শাহাবুদ্দিন তাঁহার নিকট পত্রে লিখিলেন যে, তিনি পীর মেহের আলী শাহের কেতাব দেখিতেছিলেন, এমন সময় ঘটনাক্রমে এক ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মৌলবী মুহাম্মদ হাসানের গৃহের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহার হাতে কয়েকটি কেতাব ছিল। জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, মুহাম্মদ হাসানের কিতাবগুলি পীর সাহেব নেওয়াইয়াছিলেন। এখন ফেরৎ দেওয়ার জন্য আসিয়াছে। ইহাতে মিঞা শাহাবুদ্দিন সেই কেতাবগুলি চাহিয়া দেখিলেন। তন্মধ্যে একটি কেতাব ছিল 'এজাযুল-মসিহ' এবং অন্যটি ছিল 'শাম্‌সে-বাযেগা'। দুইটি কেতাবের পার্শ্বেই পরলোকগত মুহাম্মদ হাসানের স্বহস্ত লিখিত নোট ছিল। মিঞা শাহাবুদ্দিনের নিকট তখন 'সায়ফে-চিশ্‌তিয়ায়ী'ও ছিল। তিনি সেই নোটগুলি উহার সহিত মিলাইয়া দেখায় ধরা পড়িল যে, মুহাম্মদ হাসানের অবিকল নোটগুলি কোন প্রকার পরিবর্তন না করিয়া পীর মেহের আলী সাহেব রচনাচুরি স্বরূপে গ্রহণ করেন। "ভাষান্তরে বলা উচিত, পীর মেহের আলী সাহেবের কেতাব সেই চুরি করা নোটগুলির সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়।" ইহাতে মিঞা শাহাবুদ্দিন এই চুরি ও খেয়ানত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াভূত হইলেন যে কিরূপে পীর সাহেব অপরের নোটগুলি নিজের বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন! ইহা এমন কার্য্য ছিল যে, পীর মেহের আলীর একটুও লজ্জা থাকিলে এই প্রকার চুরির রহস্য ভেদ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিত। ধৃষ্টতা ও লজ্জা ত্যাগপূর্বক এখন পর্যন্ত তিনি অন্যের পুস্তক যাহা লিখিতে যাইয়া ঐ ব্যক্তির প্রাণ গিয়াছে—নিজের বলিয়া প্রকাশ করিতেন না। সেই দুর্ভাগ্য মৃত ব্যক্তির লিখিত নোটগুলি সম্বন্ধে তিনি কোন ইশারাও দেন নাই। ১

অতঃপর, হযরত আকদাস লিখিয়াছেন, 'ইহার পর মিঞা শাহাবুদ্দিন লিখিতেছেন যে, যে কেহ পীর মেহের আলীর এই অপহরণ কার্য্য দেখিতে চান, তিনি তাঁহাকে এই লজ্জাজনক চুরি প্রদর্শন করিতে পারেন। তিনি স্বয়ং পীর মেহের আলী শাহের স্বাক্ষরযুক্ত একখানা কার্ডও পাঠাইয়াছেন। সেই কার্ডে তিনি তাঁহার চুরি স্বীকার করিয়া পরে এই বৃথা জবাব দিয়াছেন যে, মুহাম্মদ হাসান জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁহাকে তাঁহারা নিজ নামে এই কেতাব প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই উত্তর গুণাহ্ হইতেও অপকৃষ্ট। কারণ, যদিও তাঁহার দিক হইতে এই অনুমতি ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর মেহের আলীই এই কেতাবের প্রণেতা বলিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবেন, তবে কেন মেহের আলী এই কেতাবে এই অনুমতির কথা উল্লেখ করেন নাই? কেন তিনিই এই কেতাবের প্রণেতা হওয়ার দাবী করিয়াছেন? পরিষ্কার কথা, ইহা বে-ইমানীর

(১) 'নযুলুল-মসিহ্', ৬৮ পৃঃ।

পরিচায়ক। একজন মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ পুস্তক আপনার বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে এবং তাহার নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করা হয় নাই। যে অবস্থায় মুহাম্মদ হাসান খোদা-তায়ালার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আপনাকে 'এজাযুল্-মসিহ্‌র' টাইটেল পেজোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী انه تندم و تندم ('সে অনুতাপ করিবে এবং আক্ষেপ করিতে করিতে মরিবে') অনুসারে এরূপ বিফল মনোরথ হইল যে, প্রাণত্যাগ করিল এবং 'এজাযুল্-মসিহ্'র ১৯১ পৃষ্ঠার মুবাহালা স্বরূপ দোয়ার সত্যতানুক্রমে আপনাকে ধ্বংস করিল, তদবস্থায় এই প্রকার প্রতিযোগিতা দ্বারা নিধন-প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুগ্রহের উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক ছিল। সততঃ এই দাবী করিতেছিল যে, পীর মেহের আলী শাহ্ পরিষ্কার ভাষায় লিখিতেন যে, এই কেতাব তাঁহার রচিত নয়—ইহা মুহাম্মদ হাসানের প্রণীত পুস্তক। তিনি শুধু চোর। মিথ্যাবাদিতার দ্বারা কেতাবের সূচনায় নিজেকে ইহার প্রণেতা বলিয়া প্রকাশ করিতেন না। দুর্ভাগা মৃত ব্যক্তির বিধবার জীবিকার্থে এই কেতাবে অংশ রাখিতেন···যদি তিনি এই পন্থাবলম্বন করিতেন এবং পুস্তক প্রতি চারি আনা গ্রহণ করিয়া বিপদগ্রস্তা বিধবাকে প্রদান করিতেন, তবে কলঙ্কের কালিমা হইতে মুখ রক্ষা পাইত। কিন্তু ইহা জরুরী ছিল যে, তিনি এই প্রকার লজ্জাকর চুরির অপরাধ করিতেন, যাহাতে খোদাতায়ালার সেই বাক্য পূর্ণ হইত, যাহা আজ হইতে বহু বৎসর পূর্বে আমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং তাহা ছিল এই ঃ

انى مهين من اراد اهانتك

অর্থাৎ, 'আমি তাহাকে অবমানিত করিব, যে তোমার অবমাননার অভিপ্রায় করিবে'। এই ব্যক্তি 'সায়ফে-চিশ্‌তিয়ায়ী' পুস্তকে আমার বিরুদ্ধে লেখা চুরির অভিযোগ করিয়াছিল এবং সেই 'লেখা-চুরি' এই যে, 'এজাযুল্-মসিহ্' কেতাবে প্রায় বিশ হাজার বাক্যের মধ্যে দুই চারিটি বাক্য এ প্রকার ছিল যে, তাহা উপমা বা 'মকামাতে হারিরী'র কোন কোন বাক্য। এগুলি 'এলহামী তাওয়ারুদ' স্বরূপে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার নিজের কর্ম এখন ইহাই নির্ণীত হইয়াছে যে, পরলোকগত মুহাম্মদ হাসানের সমগ্র পাণ্ডুলিপি নিজের নামে প্রকাশ করিয়াছে।··· দেখুন, সত্য ব্যক্তির উপর আক্রমণের এইরূপ ক্রিয়াই হয়। আমাকে কতিপয় বাক্যের অপহরণকারী নির্দেশ করিতে গিয়া নিজেই একটি সম্পূর্ণ পুস্তকের চোর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শুধু চোরই নয়, ঘোর মিথ্যাবাদীও প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, একটি দুর্গন্ধময়, অপবিত্র মিথ্যা তাহার কেতাবে প্রকাশ করিয়াছে। কেতাবে লিখিয়াছে যে, ইহা তাহার প্রণীত, অথচ ইহা তাহার প্রণীত নয়।" ১

অতঃপর, হযরত আকদস মিঞা শাহাবুদ্দিনের দুইখানি পত্র প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে একটি হযরত আকদসের নিকট লিখিত হইয়াছিল এবং অন্যটি হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেবের নামে লিখিত হইয়াছিল। ১ উভয় পত্রেই মিঞা শাহাবুদ্দিন ঐ সকল কথাই লিখিয়াছিলেন, যাহা হযরত আকদাস উপরে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আকদস এবং হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব উভয়েই মিঞা শাহাবুদ্দিনকে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি উভয় কেতাব, অর্থাৎ 'এজাযুল্-মসিহ্' ও 'শামসে-বাযেগা'—যেগুলির উপর পরলোকগত মুহাম্মদ হাসানের দস্তখতযুক্ত নোটগুলি আছে—ক্রয় করিয়া সঙ্গে নিয়া আসেন। ইহার প্রত্যুত্তরে মিঞা শাহাবুদ্দিন লিখিলেন ঃ

(১) 'নযুলুল্-মসিহ্', ৬৮—৭০ পৃঃ। (১) 'নযুলুল্-মসিহ্', পাদ—টীকা, ৭২—৭৪ঃপৃ দেখুন।

"আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু মুহাম্মদ হাসানের পিতা কেতাবগুলি দেয় না এবং তাহার সম্মুখে দেখার জন্য বলে। কোন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পূর্বক দেয় না। অধম অনন্যোপায়। কি করিব? তারপর, আমি একটি ভুল করিয়াছি। একটি পত্র গোলড়বীকে লিখিয়াছিলাম, তিনি ছাই লিখিয়াছেন। মুহাম্মদ হাসানের নোটগুলিতে যাহা ছিল, তাহাই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এজন্য গোলড়বী মুহাম্মদ হাসানের পিতাকে লিখিয়াছেন যে, আমাকে যেন কেতাবগুলি দেখান না হয়। আমি শত্রু। এখন মুশ্‌কিল এই যে, মুহাম্মদ হাসানের পিতা গোলড়বীর মুরীদ। তাঁহার কথায় চলে। আমার অতিশয় দুঃখ হয়, আমি গোলড়বীকে লিখিয়াছিলাম কেন? ইহার ফলে সকলেই আমার শত্রু হইয়া পড়িয়াছে। অনুগ্রহপূর্বক অধমকে ক্ষমা করুন। কারণ, আমার খালি হাতে আসা অযথা খরচ মাত্র এ কেতাবগুলি তাহারা দেয় না। ইতি—খাকসার (স্বাক্ষর) শাহাবুদ্দিন, সাকিন—ভীন, চকওয়াল মহকুমা। ১

যে পত্র হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব মিঞা শাহাবুদ্দিনকে লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রটি তিনি মৌলবী করমুদ্দীনকে প্রদান করেন। ইহার বাড়ীও ভীন গ্রামেই ছিল এবং পরে তিনি হযরত আকদসের ভীষণ শত্রু হইয়া পড়েন। কিন্তু তখন তিনি হযরত আকদসের প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করিতেন। তিনিও হযরত আকদসের নিমট এক-খানি পত্র (২) দ্বারা তাঁহার আকিদাপূর্ণ, ভক্তিময় উচ্ছ্বাস প্রকাশের পর লিখিয়াছিলেন:

"গতকল্য আমার প্রিয় বন্ধু মিঞা শাহাবুদ্দিন, তালিবে-এল্‌ম হইতে জনাব মৌলবী আবদুল করীম সাহেবের লিখিত একখানি রেজেষ্টারীকৃত পত্র পাইয়াছি। ইহা পীর সাহেব গোলড়বীর 'সায়ফে চিশ্‌তিয়ারী' সম্বন্ধে লিখিত। মিঞা শাহাবুদ্দিনকে এই অধমই সংবাদ দেয় যে, পীর সাহেবের কেতাবের অধিকাংশই মৌলবী মুহাম্মদ হাসান মরহুমের ঐ সকল নোটে পরিপূর্ণ, যাহা মরহুম 'এজাযুল্‌-মসিহ্‌' ও 'শাম্‌সে-বাযেগা' কেতাবের টীকা স্বরূপে তাঁহার ভাব সমূহ প্রকাশ করেন। এই দুইটি কেতাবই পীর সাহেব আমার নিকট হইতে নেওয়াইয়াছিলেন। এখন ফেরৎ আসিয়াছে মিলাইয়া দেখায় অবিকল সেই টীকাগুলিই কেতাবে লিখিত হইয়াছে বলিয়া পাওয়া গেল। ইহা একটি ঘোর ফেখা-চুরির ব্যাপার। একজন পরলোকগত ব্যক্তির ধারণা সমূহ লিখিয়া নিজের বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে এবং তাহার নাম পর্য্যন্ত নেওয়া হয় নাই। পক্ষান্তরে, আপনার বাক্যে যে সকল দোষারোপ কর হয়, পীর সাহেবের কেতাবে ঠিক তদনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে। ঐ দুইখানি পুস্তকই মৌলবী মুহাম্মাদ হাসান সাহেবের পিতার নিকট আছে। এজন্য জনাবের খেদমতে সেই কেতাবগুলি পাঠান মুশকীল। কারণ তাঁহার ধারণা আপনার খেলাফ। তিনি কখনো ইহার অনুমতি দিতে পারেন না। হাঁ, এই হইতে পারে যে, সেই টাকাগুলি হুবহু নকল করিয়া আপনার নিকট পাঠান হয় এবং ইহাও হইতে পারে যে, জনাবের জমাআত হইতে কোন বিশেষ ব্যক্তি এখানে আসিয়া নিজে দেখিয়া যাইবেন। কিন্তু শীঘ্র আসিলে দেখান যাইতে পারে। পীর সাহেবের একখানা কার্ড (৩) পরশু আমি পাইয়াছি। জনাবের দেখার জন্য মূল কার্ড খানাই পাঠান হইল। উহাতে তিনি নিজে একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, মৌলবী মুহাম্মাদ হাসানের টীকাগুলি তিনি অপহরণ করিয়া 'সায়ফে চিশ্‌তিয়ারীর'

(১) হযরত আকদসের নামে পত্র, 'নযুলুল- মসিহ্‌', পাদ-টীকা ৭৩—৭৪ পৃঃ, পাদ-টীকা।

(২) 'নযুলুল্‌-মসিহ্‌', পাদ-টীকা, ৭৫—৭৭ পৃঃ।

(৩) কার্ডের নকল হযরত আকদস 'নযুলুল্‌-মসিহ্‌র' পাদটীকা ৭৯ পৃষ্ঠায় দিয়াছেন।

সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত কথা আমার পক্ষ হইতে প্রকাশ করা সঙ্গত নয়। হাঁ যদি মিঞা শাহাবুদ্দিনের নাম প্রকাশও করা হয়, তবে ক্ষতি হইবে না। কারণ, আমি চাই না যে, পীর সাহেবের জামাআত আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। আপনি দোয়া করুন যেন আপনার সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া পড়ে এবং আমি বুঝিতে পারি যে, বাস্তবিক আপনি ইল্‌হাম প্রাপক 'মুল্‌হাম' এবং আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট 'মামুর-মিনাল্লাহ্‌।" ১

হযরত হাকিম ফযল দ্বীন সাহেব ভেরবীরও মৌলবী করমুদ্দীন সাহেবের সহিত সম্বন্ধ ছিল। তিনিও একটি পত্র মৌলবী করমুদ্দীন সাহেবের নিকট লিখিয়াছিলেন। ইহাতে কেতাবগুলি হস্তগত করিবার জন্য বিশেষ তাকিদ করা হইল। এখন ঘটনাক্রমে মৌলবী মুহাম্মাদ হাসানের পুত্র বাড়ী আসিল। সে কোথাও চাকুরী করিত। এক মাসের ছুটি নিয়া বাড়ী আসিয়াছিল। মৌলবী করমুদ্দিন তাহাকে ছয় টাকা দিয়া হযরত আকদাসের কেতাব 'এজাযুল্‌-মসিহ্‌' লাভ করিলেন। উহার পার্শে মৌলবী মুহাম্মাদ হাসান স্বহস্তে টিপ্পনি লিখিয়াছিলেন। এই সাকুল্য ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া মৌলবী করমুদ্দিন সাহেব লিখিলেন ঃ

"মুকর্‌রম মুয়াফ্‌ষমে বান্দাহ জনাব হাকিম সাহেব মদ্দাযিল্লুহুল্‌-আলী,

আস্‌-সালামু আলাইকুম্‌ ও রহমতুল্লাহে ও বরকাতুহু ঃ

৩১শে জুলাই ছেলে (২) বাড়ী আসিয়াছে। সেই সময় হইতে জ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে তাহাকে নিয়া চেষ্টা আরম্ভ করা হয়। প্রথমে তো কেতাবগুলি দিতে ভীষণ অস্বীকার করিয়া বলিল যে, কেতাবগুলি জাফর বাটলীর। তিনি মৌলবী মুহাম্মাদ হাসান মরহুমের লিখা চিনেন। তিনি তাকিদ পূর্বক কেতাবগুলি লাহোরে তাহার (বাটলীর) নিকট পৌঁছানের জন্য বলিয়াছেন। কিন্তু বহু কৌশল প্রয়োগ ও লালসা দেওয়ার পর সে স্বীকার করিল। অবশেষে, মবলগ ছয় টাকার এওজে সম্মত হইয়াছে। কেতাব 'এজাযুল্‌-মসিহ্‌'র নোটগুলি অন্য একখানা সেই কেতাবে নকল করিয়া আসল কেতাব, যাহার পৃষ্ঠাগুলিতে মৌলবী মরহুমের স্বহস্ত লিখিত নোটগুলি আছে, অত্র পত্র বাহকের হাতে খেদমতে পৌঁছান হইল। কেতাব গ্রহণ পূর্বক ইহার রসিদ পত্রবাহককে অনুগ্রহ পূর্বক দিবেন এবং যদি থাকে, তবে ছয় টাকাও বাহকের নিকট দিবেন, যাহাতে ছেলেকে দেওয়া হয়, এবং অন্য কেতাব 'শাম্‌সে-বাযেগা' লাভ করায় বেগ পাইতে না হয়। 'শাম্‌সে-বাযেগা' যখন অ-বাঁধাই একখানা কেতাব আপনি রওয়ানা করিবেন, তৎক্ষণাৎ মূল যে কেতাবখানার উপরও নোটগুলি আছে এই প্রকারেই খেদমতে পাঠান হইবে। আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। ইন্‌শা-আল্লাহু-তা'লা কখনো ওয়াদা খেলাফ করা হইবে না...আশা করি, আমার অকিঞ্চিৎকর খেদমত হযরত মীর্যা সাহেব এবং আপনাদের জমাআত গ্রহণ পূর্বক আমার জন্য মঙ্গলজনক দোয়া করিবেন। কিন্তু আমার নিবেদন এই, যেন আমার নাম কার্য্যতঃ কখনো প্রকাশ করা না হয়।" ৩

অতঃপর, আরো ছয় টাকা দিয়া হযরত হাকিম ফযল দ্বীন সাহেব অপর কেতাবটিও হস্তগত করেন। যখন এই সমুদয় উপকরণ হযরত আকদাসের খেদমতে পৌঁছিল, তখন আল্লাহ্‌তায়ালার একটি 'আযীমুশ্‌'-শান (সুমহান) নিদর্শন ইহা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছিল বলিয়া অর্থাৎ পীর মেহের

(১) হযরত আকদাসের নামে মৌলবী করমুদ্দিনের পত্র, 'নযুলুল্‌-মসিহ, ৭৬-৭৭ পৃঃ।

(২) পরলোকগত মৌলবী মুহাম্মাদ হাসানের পুত্র। (৩) হযরত হাকিম ফযল দ্বীন সাহেবের নামে মৌলবী করমুদ্দিনের পত্র, 'নযুলুল্‌-মসিহ্‌, পাদটীকা, ৭৮—৭৯ পৃঃ।

আলী শাহ্ সাহেবের জ্ঞান রহস্য ভেদ হইতেছিল বলিয়া হুযুর তাহা প্রকাশ করেন এবং একটুও পরওয়া করিলেন না যে, পীর সাহেবের মুরীদগণ মৌলবী করমুদ্দিন সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ করিবে। হযরত আকদাস লিখিয়াছেন ঃ—

"মৌলবী করমুদ্দিন সাহেব ভ্রমবশতঃ এদিকে খেয়াল করেন নাই যে, সাক্ষ্য গোপন করা শক্ত গুনাহ্। এ সম্বন্ধে কোরআন শরীফে 'আসেমুন কালবাহু' ('তাহার আত্মা পাতকী হয়') ভীতি প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং, তাক্ওয়া (পরহেযগারী) ইহাই যে কোন ভৎর্সনাকারীর ভৎর্সনার পরওয়া করিবেন না। আপনার নিকট যে সাক্ষ্য আছে, সাক্ষ্য দিবেন। সুতরাং আমরা অনন্যোপায়। আমরা সত্য গোপনের অপরাধে সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হইতে পারি না। মৌলবী করমুদ্দিন সাহেবের এই সাক্ষ্য গোপনেচ্ছা খোদার আদেশানুমোদিত নয়। ইহা শুধু মনের দুর্বলতা। খোদা তাঁহাকে শক্তি দিন।" ১

যখন এই সমুদায় কার্যকলাপ প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন পীর সাহেবের 'এলেম' ও 'আমল', জ্ঞান ও কর্মের খাতির গুমর সর্বোতভাবে ছিন্ন হইল। তিনি তাঁহার মুরীদগণের দ্বারা মৌলবী করমুদ্দিন সাহেবের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিলেন। মৌলবী করমুদ্দিন সাহেব দুর্বলচিত্ত লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্রালাপ সমস্তই অস্বীকার করাতেই মঙ্গল বিবেচনা করিলেন। ফলে, তিনি ঝিনুকের 'সেরাজুল্-আখবার' পত্রিকার ৬ই ও ১৩ই অক্টোবর, ১৯০২ সনের কাগজে প্রকাশ করিলেন যে, সেই পত্রগুলি জালিয়াতি ও অপ্রকৃত, যেমন পরে প্রকাশিত হইবে। এই পত্রগুলি দীর্ঘ মোকদ্দমা পরিচালনার হেতু হইল। (ক্রমশঃ)

(১) 'নযুলুল্-মসিহ্', হাশিয়া, ৭৭ পৃঃ।

আল্লার পথে নিবেদিত প্রাণ

মৌলবী আলী আকবর (রহঃ)

আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল

হাস্যোজ্জ্বল, সদালাপী প্রাণবন্ত মানুষ মোহাম্মাদ আলী আকবর ইহজগত ত্যাগ করেছেন ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। কারণ তাঁর মত স্বাস্থ্যবান নিরোগ ব্যক্তি হঠাৎ মারা যাবেন কেউ ধারণাও করতে পারেন না, তাই তাঁর মৃত্যুর সংবাদ অনেককেই হতচকিত করেছিল।

পিতার সন্ধানে রেঙ্গুনে

জনাব আলী আকবর সাহেব বাল্যে জীবিকার সন্ধানে বার্মা দেশে গমন করেন; তখন বার্মা ভারত-বর্ষের একটি প্রদেশ ছিল। বার্মা দেশে তাঁর গমনের হেতু শুধু জীবিকা অর্জনই নয়; তাঁর পিতার সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছাও তাঁকে বার্মা যাওয়ায় প্রলুব্ধ করেছিল। তাঁর পিতা সেখানে বিবাহ করে স্থায়ী-ভাবে বসবাস করছিলেন এবং রেঙ্গুনের অদূরে এক মোষের খামারের পরিচালনা করছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জনাব আলী আকবর সাহেবের মাতা তাঁকে অতি শৈশবে রেখে পরলোক গমন করলে তাঁর চাচার স্নেহ নজরে চাচীর কোলে তিনি প্রতিপালিত হন।

তিনি পদব্রজে রেঙ্গুনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রেঙ্গুন পৌঁছার পূর্বে তিনি বার্মাপ্রবাসী এক পাঞ্জাবী আহ্‌মদীর সংস্পর্শে আসেন। জনাব আলী আকবর সাহেব অতিশয় ধর্মভীরু ছিলেন এবং ধর্মীয় পরিবেশে লালিত পালিত হন। তাই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের ধর্মপরায়ণতা তাঁকে মুগ্ধ করে—যে ধর্মপরায়ণতা তিনি অন্যের মাঝে দেখতে পান নি। তাঁর কাছেই তিনি শেষ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হন। মাত্র ১২ বৎসর বয়সেই তিনি হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবীর সততা উপলব্ধি করে তাঁর দীক্ষা গ্রহণ করেন।

জনাব আলী আকবর সাহেব যখন পিতার খামারে পৌঁছেন তখন পিতা অতি সমাদরে তাঁকে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর বিমাতা তাঁকে বিষ নজরে দেখতে থাকেন। তাঁর পিতা তাঁর বালক পুত্রের মধ্যে প্রতিভার ছাপ দেখতে পেয়ে তাঁকে ব্যবসায় বিষয়ে পারদর্শী করতে থাকেন। এর মধ্যে একথা প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, জনাব আলী আকবর সাহেব আহমদী; তাই তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতে থাকে। তাঁর পিতাকে চাপ প্রদান করা হয় যেন তিনি তার পুত্রের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তাঁর পিতা পুত্রকে আহমদীয়ত ত্যাগ করতে চাপ প্রয়োগ না করে উপদেশ দেন যেন তিনি আহমদীয়ত প্রচার না করে ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। তিনি ব্যবসায়ে পূর্বাপেক্ষা মনোযোগ দিলেও আহমদীয়ত প্রচার থেকে বিরত হলেন না। এতে বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর প্রাণনাশের জন্য তাঁকে ছুরিকাঘাত করে এবং মৃত মনে করে পলায়ন করে; কিন্তু তিনি রক্ষা পেয়ে যান। এর পর তাঁর পিতা তাঁকে আরও বেশী নজরে রাখতে লাগলেন এবং তাঁর নিরাপত্তার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখলেন। কিন্তু তিনি ঘরের শত্রুকে দমন করবেন কিভাবে? আলী আকবর সাহেবের বিমাতা যখন দেখলেন যে, তাঁর অবাঞ্ছিত সতীন পুত্রই পিতার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসছে তখন তিনি তাঁর পুত্রদের স্বার্থ হানি হবে আশঙ্কা করে বিষ প্রয়োগে তাঁর জীবন নাশের চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাড়ীর চাকরানীর কাছে পূর্বাহ্নে অবহিত হয়ে জনাব আলী আকবর সাহেব ঐ ভাত না খেয়ে বাড়ীর উঠানে ছুড়ে ফেললেন। ঐ ভাত খেয়ে বাড়ীর কয়েকটি মুরগী তৎক্ষণাৎ মারা যায়। বাড়ীতে এসে পিতা সকল বিষয় শুনে তাঁর বিমাতাকে বেদম প্রহার করলেন।

এই ঘটনার পর আলী আকবর সাহেব মনস্থির করলেন যে, যে পিতাকে দেখার উদ্দেশ্যে তিনি দেশ ত্যাগ করেছিলেন তাঁকে দেখা হয়েছে, এবার দেশে ফিরা দরকার। পিতাকে কাঁদিয়ে তিনি বার্মা চিরতরের জন্যে ত্যাগ করলেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর চাচা সমস্ত শুনে বললেন, "এতদিন আমার তিন পুত্র ছিল, এখন হতে আমার চার পুত্র হল।" তিনি স্বীয় সন্তানদের ওসিয়ত করেন, যেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি তাঁদের চারজনের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করা হয়। পরবর্তীকালে জনাব আলী আকবর সাহেব তাঁর ঐ চাচার এক মেয়েকে বিবাহ করেন। তাঁর নাম বরকতুন নেছা।

স্বদেশে বিরোধিতার সম্মুখে

বার্মা থেকে ফিরে আসার পর তিনি কলিকাতার আলীপুর ডক ইয়ার্ডে চাকুরী গ্রহণ করেন। ডক ইয়ার্ডের প্রাণান্তকর কর্মের অবসরে অন্যান্যের মত তিনি তাঁর সময় বৃথা ব্যয় করেন নাই; তিনি তাঁর সময় ব্যয় করেছেন আল্লাহ্‌র পথে নিমন্ত্রণ দিয়ে ফিরেছেন ইমাম মাহদী মসীহ মাউদ (আঃ)-এর প্রতিটী লোকের কাছে—যাদের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র সাতজনই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ইমাম

মাহদীকে গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন, অনেকে নিজেদের দুর্বলতার কারণে দীক্ষা গ্রহণ করা হতে বিরত থাকেন। তাঁর তবলিগে যখন প্রভাব বিস্তার শুরু হয় তখন বিরুদ্ধবাদিরা তাঁকে নানাভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা চালায়; কিন্তু সফলকাম না হওয়ায় তাঁকে প্রাণে মারার জন্য আক্রমণ চালায় এবং মারাত্মকভাবে আহত করে পথের ধারে ফেলে পালায়; কিন্তু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সে যাত্রায়ও তিনি অভাবিতভাবে আরোগ্য লাভ করেন।

এরপর আলী আকবর সাহেব চাকুরী ত্যাগ করে জামাতের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন ও স্ব-গ্রামে নিজের জ্ঞাতি ও পাড়াপড়সীর মধ্যে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর নিমন্ত্রণ দিতে থাকেন। সেই সময় তাঁর উপর যে ভাবে বিরোধিতার ঝড় বয়ে যায় তা যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁরাই অনুভব করতে পারেন যে, তিনি কি রকম ধৈর্য ও সাহসের সাথে তার মোকাবিলা করেন। তাঁর নিমন্ত্রণে আহুত হয়ে জনাব সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব, জনাব মৌলবী আহমদ আলী সাহেব ও জনাব ইয়াকুব আলী ফকির সাহেব যখন তাঁর গ্রামে আহমদপুরে যান তখন বিরুদ্ধবাদী মৌলবীদের প্রচারনায় জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা রাত্রিকালে তাঁর বাড়ী আক্রমণ করে, কিন্তু আল্লাহ্-তায়ালার মহিমা! যে মৌলবী বিক্ষুব্ধ জনতাকে পরিচালনা করছিল সে হঠাৎ একটি গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। জনতা মনে করে যে, কোন আহমদী বোধ হয় রক্ষা পাবার নিমিত্তে ঐ গর্তে লুকাবার চেষ্টা করছে; যেমনই চিন্তা তেমনই কাজ। জনতা ঐ মৌলবীকে বেদম প্রহার করা শুরু করে। মৌলবী যতই চিৎকার করে বলে যে, সে আহমদী নয় ততই প্রহার বেড়ে চলে। প্রহারকারীরা বলতে থাকে, "বেটা এখন তো বলবাই তুমি আহমদী না।" এই চমকপ্রদ কাহিনী জনাব ফকির ইয়াকুব আলী সাহেব তাঁর স্বভাবসুলভ বাচনভঙ্গীতে সরস করে বর্ণনা করতে পারেন।

তাঁর ব্যবসায় জীবন

১৯৫৩ সালে কোন কারণে তিনি জামাতের দেহাতী মোবাল্লিগের কর্ম হতে অবসর পান। এরপর তিনি নানান কাজে লিপ্ত থাকেন। ১৯৫৮ সালে জামাতের কোন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তাঁকে রাবওয়া পাঠান। রাবওয়া হতে প্রত্যাবর্তনের জন্যে যে টাকা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তার সবই তিনি পশ্চিম পাকিস্তান সফরে খরচ করে ফেলেন। তিনি আশা করেছিলেন দয়ালু ব্যবসায়ী তাঁর প্রত্যাবর্তনের খরচ দিবেন। কিন্তু ব্যবসায়ী আর টাকা দেন নাই। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। জনাব আলী আকবর সাহেব উপায়ন্তর না দেখে করাচীতে নিজের আয়ের ব্যবস্থা করে নেন। তখন জনাব শহিদুর রহমান সাহেব করাচীতে চাকুরী করতেন। তাঁর ওখানেই তিনি উঠেন। বিস্তারিত বিবরণ দিলে কাহিনী বড় হয়ে যাবে, তাই আমি সংক্ষেপে সারছি। করাচীতে কিছু টাকা উপার্জনের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন ও চট্টগ্রামে নিউট্রাল গ্লাসের ব্যবসায় শুরু করেন। কিন্তু চট্টগ্রামের ১৯৬৩ সালের সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়ে তার কারখানা ধ্বংস হয়, ফলে তাঁকে তাঁর ব্যবসায়ী জীবনে ইতি টানতে হয়। কিন্তু এর জন্য তাঁকে কোন আক্ষেপ করতে শুনি নি, আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকেই তিনি বড় ভেবেছেন, যেমন ভেবেছেন পূর্বেও।

তাঁর স্ত্রী ও সন্তান

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তিনি তাঁর চাচাত বোনকে বিবাহ করেন। এরপর অবশ্য তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার করিমুন নেছা সাহেবাকে বিবাহ করেন।

এই বিবাহের বিষদ বিবরণ তিনি মৃত্যুর সপ্তাহ দুই আগে আমার কাছে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, ঐ বিবাহ তিনি স্বর্গীয় ইঙ্গিতেই করেন।

তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয় ১৯৫৩ ইসাব্দে আমাদের বাড়ীতে। তখন তিনি ইন্দোনেশিয়ার ভূতপূর্ব মিশনারী হযরত শেখ রহমত আলী (রাজিঃ)-এর সাথে উত্তর বঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন। ১৯৫৪ ইসাব্দ হতে ১৯৬৮ ইসাব্দের মাঝে অনেক দিনই তাঁর সাথে আলাপ হয়েছে; কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন নিয়ে মৃত্যুর দুদিন আগে এবং মাস খানেক ধরে যেভাবে আলাপ করেছেন সেভাবে কোনদিনই করেন নি। তাঁর চারটী পুত্র সন্তান যথাক্রমে মুনির আহমদ, জহুর আহমদ, নাছির আহমদ, মাহমুদ আহমদ, কন্যা নাই। তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র মুনির আহমদের লেখা-পড়ার প্রসঙ্গ তুলে তিনি মৃত্যুর দু'দিন আগে বলেন, "মাষ্টারেরা বলে ছেলে আমার পাশ করবে; পাশও করে যায় বছর বছর; এখন ফাইনালে পাশ করতে পারলে হয়।" আমার প্রশ্নের উত্তরে সেই সময়ই তিনি বলেন, "বিবাহের অনেক দিন পরে আমার মুনির জন্মগ্রহণ করে। যখন আমার কোন সন্তান হচ্ছিল না, তখন আমার শাশুড়ী অনেক তাবিজ, অনেক ঝাড়ফুক, অনেক চিকিৎসা আমার বউকে করায়; তারা ভাবত যদি আমি বাইরে কোথাও বিয়ে করি সন্তানের আশায়। একবার যখন আমি বাড়ীতে, তখন আমার শাশুড়ী আমার কোন সন্তান হল না প্রসঙ্গ তুলে তাঁর আশঙ্কার কথা খুলে বলেন। আমি উত্তরে বলি, 'আপনি ও আপনার মেয়ে ইমাম মাহদীকে গ্রহণ না করলে সন্তান হবে না।' শাশুড়ী উত্তর করেন, 'বাবা আমরা তো ইমাম মাহদীকে সত্য বলেই জানি, আন তোমার বয়েত ফরম, বয়েত করি।' আমার বউকেও তিনি বয়েত করতে বলেন।" আলী আকবর সাহেব ঐ কাহিনী বলে আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান ও বলেন, "আল্লাহর কি মহিমা" এর দশমাস পরেই আমার মুনির জন্ম গ্রহণ করে।

তাঁর ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে নাই। তাঁর চারিটী পুত্র তাঁর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত। জ্যেষ্ঠ পুত্র মুনির তার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মার কাছেই থাকে ও লেখাপড়া করে। আলী আকবর সাহেব আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "মুনিরকে তার এ মা এত স্নেহ করেন এবং তাদের সম্পর্ক এত মধুর যে, অপরিচিত কেহ ধারণা করতে পারবে না যে, তিনি বিমাতা ও সে সতীন পুত্র।" তাদের এই মধুর সম্পর্ক চিরদিন বজায় থাকুক আমরা এই প্রার্থনা করি।

আমার প্রতি তাঁর উপদেশ

আমাকে তিনি অনেক উপদেশই দিয়েছেন। তাঁর মধ্যে একটি উপদেশের উপর তিনি জোর দিয়েছেন এবং বেশ কয়েক দিনই বলেছেন। মৃত্যুর সপ্তাহ খানিক আগেও তিনি আমাকে বলেন, "জীবনে অনেক ভুলইতো আপনি করেছেন; এখন যদি বাড়ী না যান এবং কারবারে হাত না দেন তা হলে আর এক ভুল করবেন জানবেন। আপনাদের কারবারের যে ভবিষ্যৎ রয়েছে তা দ্বারা যে কেবল আপনারা লাভবান হবেন তাই নয়, অনেকের সংস্থানের ব্যবস্থাও করে দিতে পারবেন।"

তাঁর মৃত্যু

তিনি মারা যান ২রা অক্টোবর। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ৩০শে সেপ্টেম্বর বিকেল ৬টায়। তিনি মৃত্যুর কয়েকদিন আগে আমাকে বলেন (যেমন বলেছেন পূর্বেও) যে, তাঁর বয়স ৪৮ বৎসর; কিন্তু তার চাচাত ভাই এ সম্বন্ধে বলেন যে, তার বয়স ৫৮ বৎসর। হয়ত ৫৮

বৎসরই হবে; মৌলবী সাহেবই হয়ত হিসাবে ভুল করেছেন। সে যাই হোক। এই বয়সে বিবাহ করানোর দায়িত্ব নিয়ে যে প্রাণান্তকর পরিশ্রম তিনি করেছেন তা প্রশংসনীয় হলেও স্বীকার করতে হবে যে, ঐ পরিশ্রমই তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে আরামকে হারাম করেছেন; দিবারাত্রি চর্কির মত এখান হতে ওখানে ঘুরে ফিরেছেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর তিনি নারায়ণগঞ্জে যান, সেখানে যাওয়ার পথে বাসের যথেষ্ট গরমে অস্বস্তি বোধ করেন। এরপর নারায়ণগঞ্জে তাঁর মেয়ের বাসায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরষজাত) খেয়ে বিকেল পাঁচটায় রওনা দেন। অত্যধিক পরিশ্রম, বাসের গরম ও গুরুভোজনে তাঁর ধমনীর উপর চাপ পড়ে এবং পাকস্থলীতে রক্ত জমা হয়। ফিরার পথে তিনি স্ক্রুটারে আসেন। স্ক্রুটারেই তিনি বিকেল ৬টায় একবার রক্তবমন করেন। আমি তখন দৈনিক আজাদ অফিসে। আজাদ অফিস থেকে বের হয়ে যখন আঞ্জুমানে আসলাম তখন একজন বললেন, "তাড়াতাড়ি আসেন, আলী আকবর সাহেব অসুস্থ।" আমি মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যতদুর জানলাম তার উপর নির্ভর করে হোমিও ঔষধ প্রয়োগ করলাম। আল্লাহ্‌র ফজলে ঔষধ সেবনের পর তিনি সুস্থ বোধ করলেন। তাঁর শয্যাপার্শ্বে রাত ১॥টা পর্যন্ত ছিলাম এবং যখনই তিনি অস্বস্তি বোধ করেছেন এবং তাঁর বমনের উদ্রেক হয়েছে তখনই ঔষধ খাওয়ায়েছি; ফলে রাত্রে আর তিনি বমন করেন নাই। তাঁকে সুস্থ রেখে আমি রাত ১॥—২টার সময় শয্যাগ্রহণ করি। জনাব মৌলবী সাহেব নিজেকে এতটা সুস্থ বোধ করেন যে. ফজরের নামাযের সময় প্রাতক্রিয়াদি সমপ্রান্তে জামাতের নামাযে শরীক হন। কিন্তু ঐ অনিয়মের ফলে ফজরের নামাযের কিছুক্ষণ পরেই, পরপর দুইবার রক্ত বমন করেন। এর পরে সকলে তাঁকে হাসপাতালে দেওয়া স্থির করলে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেখানে তার পরদিন অর্থাৎ ২রা অক্টোবর বিকেল ৩টায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না.....রাজেউন।

হাসপাতালে তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্ত্রী ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুনির উপস্থিত ছিলেন॥ তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের সান্তনা এই যে, তাঁর আয়ু শেষ হয়েছিল তাই তিনি মহাপ্রয়ান করেছেন; তাঁর মৃত্যুর আনুসাঙ্গিক কারণাবলী, হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়েছিল কি হয় নি নিয়ে অবান্তর আলোচনা করব না। আমাদের দায়িত্ব তাঁর জন্য দোয়া করা যেন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে বেহেশতে অতি উচ্চস্থান দান করেন; আর তাঁর পথে নিবেদিত প্রাণ তাঁর বান্দার সন্তানদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করেন। আমীন।

॥ বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় কয়েকদিন ॥

শহীদুর রহমান

ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে চার সদস্য বিশিষ্ট (যথাক্রমে মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদ, ডাঃ হেলালুদ্দিন, জনাব আশরাফ আলী ও খাকসার) রিলিফ পার্টি ১৯শে অক্টোবর, শনিবার দিবাগত রাত্রে নর্থ বেঙ্গল মেইলে ঢাকা হইতে দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে ঔষধপত্র, কাপড় চোপড় ইত্যাদি সহ রওয়ানা হইয়া পরদিন বিকাল ৪॥ ঘটিকায় আমরা দিনাজপুরে পৌঁছি এবং সেখান থেকে পঞ্চগড়ের বাসে রাত্রি প্রায় ১০টায় আল্লাহতায়ালার রহমতে নির্বিঘ্নে গন্তব্যস্থল আহমদনগরে পৌঁছি। পথে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই।

বন্যার ধ্বংসলীলা রংপুরের কাউনিয়া জংশন হইতেই পরিলক্ষিত হইতে থাকে। রেলওয়ে লাইনের উভয় পার্শ্বে বন্যাবিধ্বস্ত বাড়ী ঘরের যে মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিয়াছি তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বে শতকরা ৯৫ ভাগ বাড়ীঘর বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা প্রান্তরসমূহ বন্যায় আনিত কাদাযুক্ত বালুকারাশি দ্বারা ঢাকিয়া গিয়াছে। কোথাও রেলওয়ে লাইনের নীচের মাটিও পাথর পানির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। লাইন দেখিয়া মনে হয় যেন শূন্যে ঝুলিয়া আছে। কোথাও কোথাও রাস্তার উপরের পীচ ও সিমেণ্ট থাবা থাবা বন্যার স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। কোথাও রেলওয়ে ব্রীজ ও রাস্তার পুল ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। বন্যার এই তাণ্ডবলীলা কাউনিয়া জংশন হইতে শুরু হইয়া দিনাজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

আমাদের সফরে আল্লাহতায়ালার অজস্র রহমত ও ফজলের মধ্যে কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ করিতেছি। ঢাকা হইতে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, পার্বতীপুর দিনাজপুর লাইন চালু না হওয়ায় আমরা রংপুরে নামিয়া বাসে বা ট্রাকে আহমদনগরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই এবং সেই অনুযায়ী রংপুরের টিকেট খরিদ করা হয়। রংপুর থেকে আহমদনগর যাওয়ার পথে বাস দুইবার বদল করিতে হইত এবং রিলিফের মালপত্র নিয়া যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাইতে হইত। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না বিধায় আমরা রংপুর হইয়া যাওয়াই সাব্যস্ত করি। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে গাড়ী রংপুরে পৌঁছিবার পূর্বাহ্নেই আমরা জানিতে পারি যে, আজই সর্বপ্রথম পার্বতীপুর দিনাজপুর লাইন চালু হইয়াছে এবং আমাদের গাড়ীই প্রথম সেইদিকে যাইবে। এর পূর্বে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ একটি পরীক্ষামূলক গাড়ী চালাইয়াছে। আমরা গাড়ীতে বসিয়াই দিনাজপুরের টিকিট খরিদ করিয়া নেই এবং আল্লাহতায়ালার হাজার শুকরিয়া আদায় করি। বৈকাল প্রায় ৪॥ ঘটিকায় আমরা নির্বিঘ্নে দিনাজপুরে পৌঁছি। ষ্টেশন হইতে বাস ষ্ট্যাণ্ডে যাওয়ার পর আর এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হইল। কিন্তু আল্লাহতায়ালার ফজলে উহাও দূরীভূত হইয়া গেল। বাসওয়ালা রিলিফের সামান বিনা ভাড়ায় নিয়া যাইতে রাজী নয়। বহু বুঝাইবার পরেও তাহারা রাজী হইতেছে না দেখিয়া আমরা কিছুটা চিন্তিত হইয়া পড়ি। দিনাজপুর শহরের প্রবীণ আহমদী মৌলবী হামিদ হাসান খাঁ, সাহেবের মধ্যস্থতায় অবশেষে তাহারা এইগুলি নিয়া যাইতে রাজী হয়। আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া আদায় করতঃ আমরা বাসে যাইয়া বসি।

বাসে চড়িবার পূর্বেই মৌলবী আহমদ সাদেক সাহেব কিছুটা অস্বস্তি বোধ করিতে থাকেন এবং একবার বমিও করেন। এমতাবস্থায় বাসে এত লম্বা সফর ঠিক হইবে কিনা তাহা চিন্তা হইতে লাগিল।

ধারণা হইতেছিল বোধ হয় রাত্রির বাস আমাদিগকে ছাড়িতে হইবে। এদিকে রিলিফ পার্টি ও সামান পৌঁছিতে দেরী হইলে বন্যা দুর্গতদের অবস্থা আরও চরমে পৌঁছিবে। এই উভয় সঙ্কট নিয়া আমরা বাসে রওয়ানা হইলাম এবং দোওয়া করিতে থাকিলাম। বাসে চড়িয়াও কয়েকবার মৌলবী সাহেবের বমি হইল। খোদাতায়ালার রহমতে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখা গেল মৌলবী সাহেব ক্রমশঃ সুস্থ বোধ করিতে থাকেন এবং বাস ধাক্কামারা পৌঁছা পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠেন। বাস ষ্ট্যাণ্ড হইতে আহমদনগরের দূরত্ব প্রায় ১ মাইল হইবে এবং মৌলবী সাহেব পায়ে হাটিয়াই সেখানে পৌঁছিলেন।

আমাদের উপস্থিতি আহমদ নগরের বন্ধুদের জন্য এক আনন্দের বন্যা বহন করিয়া আনে। কোন কোন বন্ধু অশ্রুসজল নয়নে ঢাকা জমাতের ভ্রাতাদের শুকরিয়া আদায় করেন—যাহারা এই বিপদের দিনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্যার্ত্তদের সাহায্যে আগাইয়া আসেন।

পরদিন সকাল অর্থাৎ সোমবার ফজরের নামাজের পর উপস্থিত সকল বন্ধুদেরকে ঢাকা জমাতের তরফ থেকে আন্তরিক দোয়া ও সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। এর পর শুরু হয় বন্যার্তদের মধ্যে ঔষধ ও কাপড় বিতরণ ঢাকা জমাতের আন্তরিকতায় তাহারা খুবই মুগ্ধ হন। এবং আন্তরিক শুকরিয়া ও সালাম জানান। বৈকালের দিকে রাজশাহী বিভাগের কায়েদ প্রফেসর আবুল খালেদ সাহেব (যিনি পূর্ব হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন) সহ বন্যা দুর্গত ভ্রাতাদের বাড়ীঘর পরিদর্শনে বাহির হই। বন্যা পীড়িত এলাকায় ঘরে ঘরে যাইয়া বন্ধুদের খবরাখবর নেওয়া হয় এবং ঔষধ দেওয়া হয়।

দিনের বেলায় খোদ্দামগণ তিন গ্রুপে বিভক্ত হইয়া বন্যা ভূমিকম্প ও ঘূর্ণি ঝড় বিজ্ঞাপনটি পঞ্চগড় এলাকায় বিতরণ করেন। মঙ্গলবারও তাঁহারা তিন গ্রুপে বিভক্ত হইয়া উপরোক্ত লিটারেচার বিলি করেন। ঐদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দুর্গতদের মধ্যে টাকা পয়সা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। মৌলভী আহমদ সাদেক সাহেবের নেতৃত্বে পঞ্চগড়েও বন্যার্ত ভ্রাতাদের খোঁজ খবর নেওয়া হয় এবং আর্থিক সাহায্য পৌঁছান হয়।

বুধবার দিন, মৌলবী আবদুল আজিজ, মৌলবী আবু তাহের, মোঃ ঈসমাইল বুখারী ও খাকছার সকাল ১০ ঘটিকায় পঞ্চগড় হইতে ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত সিংরোটের উদ্দেশ্যে ঔষধ পত্র সহ রওয়ানা হয়। এদিককার মধ্যে সিংরোট এলাকায়ই মারাত্মক-ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। পথে চাকলাহাট ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও মেম্বার সাহেবের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ হয়। তাহারা আহমদীয়া জমাতের খেদমতে খাল্‌কের কথা জানিয়া খুবই খুশী হন এবং ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। আমাদেরকে ধন্যবাদ জানান এবং আমাদের কার্য্যে সহযোগীতার আশ্বাস প্রদান করেন। বেলা প্রায় ১ ঘটিকায় আমরা সিংরোট এলাকার নাগপাড়া গ্রামে পৌঁছি এবং ঔষধ বিতরনের কাজ শুরু করি। একটানা প্রায় ৩ ঘণ্টা রোগী দেখা ও ঔষধ দেওয়ার কাজ চলে। ৪ ঘটিকায় নামাজ আছর আদায় করে সন্ধ্যা নাগাদ আমরা পঞ্চগড়ে ফিরার পথে চাকলাহাটে বন্যা ভূমিকম্প ও ঘূর্ণিঝড় বিজ্ঞাপন বিতরণ করি।

এই এলাকার লোকদের দুঃখ ও দুর্দশার কথা ভাষায় বর্ণনার অতীত। বন্যার কবল হইতে যাহারা আল্লাহ্‌র রহমতে কোন রকমে প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া আছে তাহারা বিভিন্ন রোগের শিকারে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের পরনে কাপড় নাই, পেটে অন্ন নাই, বন্যায় মাথা গুজিবার স্থানটুকু ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বন্যার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যাহারা ছিল সর্বপ্রকারে সুখী বন্যার পর মুহূর্তে তাহারা হইয়াছে সর্বহারা। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এক

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এখানে পেশ করিতেছি যাহা হইতে বন্যা পরিস্থিতি ও বন্যার্তদের সামগ্রিক অবস্থার একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিবে। তিনি বলেন ঃ

"শুক্রবার ৪ঠা অক্টোবর বৈকালের দিক থেকে পানি বৃদ্ধি হয়। মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। পানি ক্রমশঃ বাড়ীর উঠান পর্যন্ত ধাওয়া করে। আমাদের ধারণা বৃষ্টির পানি হয়ত কতক্ষণ পরেই নামিয়া যাইবে। দেখিতে দেখিতে পানি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। ঘরের মেঝেতে যে সমস্ত জিনিষপত্র ছিল তাহা কিছু উপরে চকিতে উঠাইয়া রাখিতে থাকি। কিন্তু পানি বাড়িয়াই চলিয়াছে। ঘরের চৌকির উপর দিয়াও পানি প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন জিনিষপত্র আরও উঁচুতে রাখি কিন্তু পানি অবিরাম গতিতে বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং ঘরের দরজার উপরের কাঠও পানির নীচে চলিয়া যায়। চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার ও কান্নার রোল ভাসিয়া আসিতে থাকে। মানুষের আর্তনাদ ও চীৎকার ধ্বনি আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া তুলে। অন্যদিকে ঘর ধ্বসিয়া পড়ার আওয়াজ। এই দুই মিলিয়া এক বিকট আওয়াজ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। রাত্রের অন্ধকারও ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া আসিতেছে। পানি বাড়িয়াই চলিয়াছে। সব মিলিয়া মনে হইতেছে যেন কিয়ামত উপস্থিত হইয়াছে। ঘর থেকে পানিতে ডুব দিয়া দিয়া কোন রকমে বাচ্চাদের বাহির করিয়া আনিতে থাকি ও এক এক গাছের ডালের সহিত বাঁধিতে থাকি। পানি আরও বাড়িয়া যাওয়ার দরুণ দরজা দিয়া আর ঢুকা যাইতেছে না। তখন ঘরের চাল মধ্যখান দিয়া ফাঁক করিয়া বাকী যাহারা ঘরের ভিতর ছিল তাহাদেরকেও বাহির করিয়া আনি। রাত্রি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে, সাথে সাথে পানিও বাড়িয়া চলিয়াছে। মনে হইতেছিল এই যাত্রা বোধ হয় আর রক্ষা নাই। দোয়া করিতে থাকি এবং সময়ে সময়ে আত্মীয় স্বজনদেরকে সান্তনা দিতে থাকি। অনেক সময় দোয়া করিতে জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া আসে, মুখ দিয়া আর দোয়া বহির হয় না। বিবি সান্তনা দিতে থাকে। বাচ্চারা কখন ঘুমাইয়া পড়ে। যদি ঘুমের মধ্যে একটু এদিক সেদিক হয় তাহা হইলে বন্যার পানিতে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। পানি তখনও বাড়িয়া চলিয়াছে। শেষবারের মত সূরা ইয়াসিন ও অন্যান্য দোয়া পাঠ করিতে থাকি এবং খোদাতায়ালার হুজুরে কাতরভাবে প্রার্থনা করি। হে খোদা তুমি যদি সত্য সত্যই থাকিয়া থাক, তোমার কালাম যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে একমাত্র তুমিই আমাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পার" রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব আকাশে "সুবেহ সাদেক" দেখা দিয়াছে। এই দোয়া পাঠ করার কতক্ষন পর দেখি পানি আর বাড়িতেছে না একটা স্থিতিশীল অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যতই ফর্সা হইতে লাগিল ততই মর্মস্পর্শী ও হৃদয় বিদারক দৃশ্য সমূহ দেখিতে লাগিলাম। বন্যার স্রোতে কখনও বা জীবিত, কখনও বা মৃত মানুষ, হাতী, ঘোড়া, মহিষ, গরু, ছাগল কখনও বা ঘরের চাল, জীপ, ট্রাক, সুটকেশ ইত্যাদি ভাসিয়া যাইতে থাকে। ইতিমধ্যে একটি চাল ভাসিয়া আসিতে দেখা যায়, যাহার মধ্যে দুইটি কচি শিশু একজন আর একজকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে চালটি দুই ভাগ হইয়া যায় এবং বাচ্চা দুইটি স্রোতের মধ্যে পড়িয়া যায়। এই হৃদয় বিদারক অবস্থা দেখিয়া নিকটস্থ এক ব্যক্তি যিনি বয়স্ক ছিলেন হয়তঃ বাচ্চাদের নিকট আত্মীয় হইবেন) পানিতে ঝাঁপ দেন। ঐ লোকটিকে বা বাচ্চাগুলিকে কোথাও ভাসিতে দেখা যায় নাই— হয়তঃ স্রোতের কোন অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। এইগুলি সব হিন্দুস্থান হইতে ভাসিয়া আসে। গাছের

(কভারের ৩য় পৃষ্ঠা দেখুন)

॥ সম্পাদকীয় ॥

খ্রীষ্টির মতবাদের বিজয় ডঙ্কা যখন চারিদিকে নিনাদিত হচ্ছিল, যখন সমস্ত জগৎ খ্রীষ্টির শাসন শক্তির পদতলে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল, খ্রীষ্টান মিশনারীদের অশুভ পায়তারায় যখন ইসলামের ত্রিশংকু অবস্থা তখন আমাদের আলেম সমাজ খ্রীষ্টান শাসিত দেশগুলোকে 'দারুল হরব' নামে আখ্যায়িত করে ইংরেজী শিখোনা, ফতওয়া ঝেড়ে নিজেদের কর্তব্য শেষ হয়েছে মনে করে তাবিজ, জলপোড়া, বিবি তালাকের ফতওয়া বিক্রি করে দিন গুজরান করছিলেন। ইসলামের এহেন দুর্দিনে তার সংরক্ষণ ও তার হীনবস্থা দূর করার জন্যে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর মাহবুব নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মারফত বিঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে ইমাম মাহদী রূপে নাজেল করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নিসংকোচিতচিত্ত নির্বিকার আলেম সমাজেরও কিন্তু ধারণা ছিল ইমাম মাহদী এসেই ইসলামকে রক্ষা করবেন এবং তার আগমন সময় সন্নিকট।

গত একশো বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে কেহ অনুধাবন করতে পারবেন যে, ইসলামের দুর্দিন দ্রুত কেটে যাচ্ছে এবং একথা স্বীকার করছেন খৃষ্টান মিশনারীরাই—যাদের পূর্ব-সূরীরা ইমাম মাহদীর আগমণের পূর্ব-সময় পর্যন্ত সারা মুসলিম জগতে ত্রিত্ববাদের বিজয় বৈজয়ন্তী প্রথিত করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখে স্বপ্ন রঙ্গিন আশায় বিভোর ছিল। ত্রিত্ববাদের মোকাবেলায় যখন ইসলামের ত্রিশংকু অবস্থা তখন তাথেকে তাঁকে উদ্ধার করার কোন পন্থাই আলেম সমাজ অবলম্বন করেন নি, বা করার সুযোগ পান নি। আলেম সমাজ নিজেদের সপক্ষে যত গলাবাজিই করুন না কেন, ইসলামের ঘোর দুর্দিনে যে তাদের কোন অবদানই নাই, এ সর্বজন স্বীকৃত। অপর পক্ষে একথা স্বীকৃত যে, হযরত ইমাম মাহদী মীর্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠীত সিলসিলাহ আজ সমস্ত বিশ্বে ত্রিত্ববাদের মোকাবিলা করছে; আজ আল্লাহ্-তা'লার ফজলে ইসলাম স্বীয় মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে তার বিশ্বমানবতার বাণী কোরানের শিক্ষাকে অবলম্বন করে বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রিত্ববাদ শতধা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে; অথচ এই কোরান সম্বন্ধে অনেক

আলেমের রায় ছল বা আছে যে, কোরানের কোন কোন আয়েত মনসুখ (রহিত)। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ মনসুখ আয়েতগুলির দ্বারাই ত্রিত্ববাদ ঘায়েল হচ্ছে বেশী।

যে ইমাম মাহদীর আগমণ পথ চেয়ে আলেম সমাজ দিন গুজরান করছিলেন, যার আগমণ-যুগ সম্বন্ধে ইসলামী পুস্তকাদি সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করছে, যার আগমণে আসমান ও জমীন সাক্ষ্য দান করল, তিনি যখন এলেন মুষ্টিমেয় কতকজন আলেম ছাড়া সকলে 'কাফেরী ফতওয়া'র মারণাস্ত্র নিয়ে আসরে নেমে পড়লেন। অশোভন ও অযৌক্তিক তর্কতুলে জনসমাজের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির প্রয়াসে তাঁরা মেতে উঠলেন। ত্রিত্ববাদের মোকাবিলায় যারা নিজদেরকে যোজন যোজন দূরে রেখেছিলেন, তারাই 'ইসলামের বড় ক্ষতি হয়ে গেল, বড় ক্ষতি হয়ে গেল, সর্বনাস হয়ে গেল' উক্তিতে মুখর হয়ে উঠলেন।

ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমণ সময় থেকে আজ পর্যন্ত তাঁরা ঐ একই উক্তি ও যুক্তির রোমন্থন করছেন মাত্র।

যুক্তি যেখানে দুর্বল, নিজের স্বপক্ষে দলিল যেখানে অপর্যাপ্ত সেখানে কুযুক্তির আশ্রয়াবলম্বন ব্যতীত আর উপায় কি? তাই আজ নতুন ভাবে একদল তথাকথিত ইসলাম দরদীকে আবার অশুভপায়তারায় মত্ত হতে দেখে আশ্চর্য না হয়ে এই চির সত্য কথাটির দিকে নজর পড়ল, "ধর্মের নামে ওরা মতলব হাছিল করতে চায়, ধর্মের জন্য তাদের কোন দরদ নাই।" যদি থাকত তাহলে ধর্মের জন্য এর উন্নতি বিধানে তাঁরা এগিয়ে আসতেন এবং ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে ইমাম মাহদীর সত্যতা অনুধাবন করতে সচেষ্ট হতেন।

॥ ঢাকায় তারবিয়তি ক্লাশ ॥

পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে ৪নং বসসিবাজার রোডস্থিত দারুত তাবলিগে এক তারবিয়তি ক্লাশের আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত ক্লাশে কোরআন শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও দীনী মসলা মাসায়েল শিক্ষা দেওয়া হইবে। ২৮শে নভেম্বর হইতে শুরু করিয়া উক্ত ক্লাশ ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলিবে। (অর্থাৎ ৭ই রমজান হইতে ২১শে রমজান)। সকল বন্ধুদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যেন তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানদেরকে উক্ত তারবিয়তি ক্লাশে পাঠান। বন্ধুদের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, তারবিয়তি ক্লাশে যোগদানকারী ছাত্রদের জন্য মাথাপিছু মাত্র ত্রিশ টাকা জমা দিতে হইবে।

মধ্যে একরাত ও একদিন কিছু না খাইয়া বাচ্চা কাচ্চাসহ অবস্থান করিতে হইয়াছে।"

সেই ভদ্রলোকটি আরও বলেন, "আমরা নুহ (আঃ)-এর ঘটনা শুধু কোরান শরীফে পড়িয়াছি বা গল্পাকারে শুনিয়াছি, কিন্তু এবার তাহা নিজ চোখে দর্শন করিয়াছি। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতার আর একটি উজ্জল নিদর্শন সেই প্রত্যাদর্শী বর্ণনা করেন যাহা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত হুবহু অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়। প্রসঙ্গত এখানে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতেছে, "নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসিবে নুহের যুগে ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।"

ভদ্রলোক আরও বলেন, এই ঘটনা এখন স্বপ্নের মত মনে হয়। যখনই ইহা স্মরণ হয়, তখন ভয়ে সমস্ত দেহ ও মন আড়ষ্ট হইয়া আসে। বন্যা সব কিছুই ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। ধান্য ও ফসলের জমিন কোথাও কোথাও মারাত্মক ক্ষতি করিয়াছে। কোন কোন জমির উপর এক হাত হইতে তিন হাত উঁচু কাদাযুক্ত বালুকারাশি জমা হয়। এই সমস্ত জমি কি করিয়া আবাদ হইবে তাহা চিন্তার বাহিরে।

এখানকার অবস্থা দর্শনে বন্ধুদের প্রাণে আবার 'খেদমতে খালকের' এক নূতন জোশের সৃষ্টি হয় এবং এই এলাকায় ক্যাম্প খুলিয়া আর্তদের মধ্যে সেবাকার্য চালান হয়। এই সাহায্য শিবির দুঃস্থ ও পীড়িতদের সাহায্য, ঔষধ ও পথ্য হিসাবে সাগু, বালি চিনি এবং কাপড় চোপড় ইত্যাদি বিলি করা হয়। এই ক্যাম্পে ছিলেন ঢাকার জনাব মৌলবী আহমদ সাদেক, মৌলবী আবদুল আজিজ, মৌলবী আবু তাহের, মৌলবী ঈসমাইল বোখারী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এই ক্যাম্প পরিচালনার ব্যাপারে আহমদনগর জমাত সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের সকলকে জাজায়ে খায়ের দিন। (আমীন)।

ফিরার পথে আমরা দিনাজপুরে জুম্মার নামাজ আদায় করি। বাদ জুম্মা দিনাজপুর জমাতে মজলিসে আনসারুল্লাহ ও খোদ্দামুল আহমীয়া আমাদের সম্মুখে গঠন করা হয়। সকালে শহরে দুই গুরুপে বিভক্ত হইয়া "বন্যা ভূমিকম্প ও ঘূর্ণিঝড়" প্রায় ৫০০ কপি বিতরণ করা হয়। ইহাতে হেলেঞ্চাগুড়িও দিনাজপুরের খোদ্দাম ও মোয়াল্লেম জনাব আবদুল হামিদ আফ্রাদ সাহেবও অংশ গ্রহণ করেন। হেলেঞ্চাগুড়ি ও দিনাজপুরে শহরে বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত ভাইদেরও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

আমরা ঐ দিন অপরাহ্ন ২-২০ মিঃ নর্থ বেঙ্গল মেইলে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই এবং পরদিন অর্থাৎ শনিবার ২৬শে অক্টোবর সকাল ৭ ঘটিকায় ঢাকায় আসিয়া আল্লার রহমতে মঙ্গল মতেই পৌঁছি। মৌলবী আহমদ সাদেক সাহেব খেদমতে খালকের বর্দ্ধিত প্রোগ্রামে শরীক হওয়ার পর বিগত ১লা নভেম্বর শুক্রবার সকালে ঢাকায় ফিরিয়া আসেন।

আমাদের শেষ কথা—সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্-তায়ালার যিনি আমাদের এই নগণ্য প্রচেষ্টাকে নিজ অপার রহমতে ও ফজলের দ্বারা কামিয়াব করিয়াছেন। দোয়া করি আল্লাহতায়ালা যেন সমস্ত বন্ধুদেরকে যাহারা মূল্যবান, সময় টাকা পয়সা কাপড় চোপড় ঔষধ পত্র ইত্যাদি দিয়া এই প্রোগ্রামকে কামিয়াব করার কার্যে সহযোগিতা করিয়াছেন তাহাদের উপযুক্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন (আমীন)।

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 20·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়্যাত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*